গীতার তাৎপর্য্য

(শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত-সম্মত)

চতুর্থ সংস্করণ

সর্ব্বপ্রকার সাধকের পক্ষে অতি উপাদেয়, অত্যাবশ্যকীয়,
নিত্যপাঠ্য ও আদরনীয় গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-পার্ষদপ্রবর ওঁবিষ্ণুপাদ রূপানুগবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পাদপদ্ম-রেণুধারী
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ-
কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৯৬ সালের ২৬শে ফাল্গুন, ইং ১১ই মার্চ্চ ১৯৯০, সাল
গৌরাবির্ভাব তিথি।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসভারতী মহারাজ-কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগ
ভজনাশ্রম ; পোঃ—শ্রীমায়াপুর, ঈশোদ্যান, জেলা নদীয়া
হইতে প্রকাশিত ও অপর্ণা সাহা কর্ত্তৃক পোড়ামা
প্রিন্টিং ওয়ার্কস, চরস্বরূপগঞ্জ, জেলা নদীয়া
হইতে মুদ্রিত।

আনুকূল্য—৫·০০

বিষয় সুচী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতার তাৎপর্য্য

গীতা-শব্দের অর্থ – গৈ ধাতু—ক্ত, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্-দ্বারা গীতা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। গৈ ধাতুর অর্থ – গান। ভাব প্রকাশক শব্দের সুর, তাল, মান, লয়, রাগ ও রাগিণীর ঐক্যতানই গীত শব্দে অভিহিত। শব্দ দুই প্রকার, এক—ভাব-হীন ; অপর—ভাব-প্রকাশক। যে শব্দে কোন ভাব থাকে না,—যথা – „জড় বস্তুর উপর জড় বস্তুর পতন বা সজ্ঘর্য-দ্বারা যে শব্দ উৎপন্ন হয়,”—তাহা ভাব-বিহীন। আর ভাব প্রকাশক শব্দে— প্রথমে হৃদয়ে একটি ভাবের উদ্ভব হয়, তৎপর সেই ভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য যে শব্দের প্রকটন,’ – তাহাই ভাবযুক্ত-শব্দ। জড় জগতের জড়ীয় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য কোন যন্ত্র বা আশ্রয় বিশেষে, আকাশ ও বাতাসের ঘাত-প্রতিঘাত ঐ শব্দের প্রকাশক হইয়া থাকে। ইহা দুই প্রকার—ব্যক্ত ও অব্যক্ত নামে অভিহিত। এই ভাব প্রকাশক শব্দের বহুবিধ প্রকার ভেদ থাকিলেও জড়াশ্রিত, জীবাশ্রিত ও চিদাশ্রিত-ভেদে প্রধানতঃ তিন প্রকার। প্রত্যেক্টি আবার সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর ভাবাশ্রিত-ভেদে নয় প্রকার। প্রথমতঃ জড় জগতের বড়বস্তুর সত্তা প্রকাশার্থে যে জড় শব্দের প্রকাশ হয়—উহা জড়-সন্ধিনী দ্যোতক এবং তৎসম্বন্ধীয় জড়ীয়-জ্ঞান প্রকাশার্থে জড় সম্বিদ্-দ্যোতক এবং বস্তু ও জ্ঞানের সম্মেলনে

আস্বাদন্ প্রকাশার্থ জড়-হ্লাদিনী দ্যোতক। ইহাই জগতের জড়ীয় জ্ঞান বিজ্ঞান বলিয়া প্রকাশিত। ইহার গতি জড়াকাশ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না।

জীবাশ্রিত শব্দঃ—সূক্ষ্ম চিৎকণ জীবসত্ত্বাকে প্রকাশ করিবার জন্য জীবসত্ত্বাগত সন্ধিনী-দ্যোতক এবং চিৎসত্ত্বাগত আত্মজ্ঞান প্রকাশক জীব সম্বিৎ-দ্যোতক। সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণ চিৎসম্রাটের অণুত্ব প্রযুক্ত ক্ষুদ্র জীবসত্ত্বাতেও যে আনন্দ ; তাহা প্রকাশক জীব-সত্ত্বাগত হ্লাদিনী-দ্যোতক।

চিৎশব্দ—চিদ্ধাম বা চিৎরাজ্যস্থিত চিৎসত্ত্বা-প্রকাশক—চিৎ-সন্ধিনী-দ্যোতক। চিৎবিজ্ঞান প্রকাশক সন্ধিনী-আশ্রিত ভক্ত ভগবান্,ভক্তি, সেবা-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা চিদাশ্রিত সন্ধিনী-দ্যোতক। হ্লাদিনী আশ্রিত—চিদানন্দ মর্ত্তিমতী ভগবান্‌কে, জীবকে এবং সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে প্লাবিত করিবার যে মহাশক্তি, তাহার ভাব প্রকাশকই চিদাশ্রিত হ্লাদিনী-দ্যোতক।

জড় জগতের যে জড়ীয় শব্দ, যাহা - জ্ঞান, বিজ্ঞান, আনন্দ-প্রদায়ক, তাহা জড় জগৎ হইতে একটি ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ, অনুপাদেয় আনন্দবোধক, বঞ্চনাময়ী, কপট-ভাবের প্রকাশার্থে জড়ভাব উত্থিত হইয়া তাহার প্রকাশার্থে যে শব্দের প্রকটন তাহাই জড়ীয়-শব্দ। ইহাতে জড়ীয় ভেদাবরণযুক্ত বাধা ও ভোগের বিভিন্ন কেন্দ্র অবস্থিত থাকায় ঐক্যতান-বাধক। অতএব জড়ীয় শব্দ গীতা শব্দে অভিহিত হইতে পারে না। ইহার গতিও জড়াকাশ

অতিক্রম করিয়া চিন্ময় রাজ্যে প্রবেশাধিকার না থাকায় সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্ ভক্ত, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ, সন্ধান ও ভাব প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম; সেই কারণ জড়ীয় শব্দ গীতা শব্দে অভিহিত হইতে পারে না।

জীবাশ্রিত শব্দেও অণুত্ব-প্রযুক্ত পূর্ণ চিৎসম্রাটের রাজ্যের সন্ধান দিতে অক্ষম। কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যবাণীই চিজ্জগৎ হইতে আম্নায় পরম্পরাগত শব্দব্রহ্ম ঐক্যতান-বাধক সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে পদদলিত করিয়া জীবসত্ত্বার উপর মহাশক্তি প্রকাশপূর্ব্বক সেই সচ্চিদানন্দঘন বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করাইয়া জীবের মহাকল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম—ইহাই 'গীতা'। ইহা শ্রীভগবান্ বাসুদেবের মুখ-নিসৃত। চিৎসন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বিজড়িত অপ্রাকৃত চৈতন্যবাণী। ইহা কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা নহে, মানব জীবনের পরমার্থ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়-স্বরূপ। ইহা জড়ীয় যত প্রকার সাধন প্রণালী আছে, সমস্তগুলিকে ক্রোড়ী-ভূত ও পরিশোধিত করিয়া নিত্য বাস্তব কল্যাণ প্রদানের একমাত্র উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহা জড়ীয় প্রাকৃত দোষসমূহ হইতে, ও মায়ার কবল হইতে, পরিমুক্ত হইয়া কি প্রকারে নিত্য শুদ্ধ সনাতন আনন্দ লাভের পরিপূর্ণ ও প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিয়া জীবের একমাত্র সর্ব্বোত্তম গতি প্রদর্শন করিয়াছেন ও নিত্য, শুদ্ধ, অপ্রাকৃত সাধনপথে অগ্রসর হইবার একমাত্র পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। গীতা শাস্ত্রের অষ্টাদশ অধ্যায়ে সপ্তশতী শ্লোকে অষ্টাদশ বিদ্যা সমন্বিত

পরমপুরুষার্থের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা এইটি ভক্তিযোগের সম্পূট। প্রথম-অধ্যায়ষট্‌কে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় অধ্যায়-ষট্‌কে ভক্তিযোগ এবং তৃতীয় অধ্যায়-ষট্‌কে জ্ঞানযোগ দর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভক্তিযোগ অতি-অহস্যপূর্ণত্ব-বিধায় ও সর্ব্বদুর্ল্লভত্ব-হেতু মধ্যবর্ত্তীস্থানে সংরক্ষণ করিয়াছেন। ইহাতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের কোন ব্যবস্থা দেন নাই,—যাহা শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যে'বা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

ইহাতে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—যাহা ভক্তি-আশ্রিত, তাহারই ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম-অধ্যায়-ষট্‌ক—কনকসদৃশ কর্ম্মযোগ—আধার-স্থানীয়: অন্ত্য—জ্ঞান-ষট্‌ক—মণি-জড়িত কাঞ্চণাবরণৎ। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী অধ্যায়-ষট্‌ক—ভক্তিযোগ-সম্বলিতা ত্রিজগৎ-অনর্ঘ্যা শ্রীকৃষ্ণ-বশীকারিণী মহামণি সদৃশ। তাঁহারই পরিচারিকা ও সেবিকা-সূত্রে অন্য ষট্‌কদ্বয়—ইহাই 'গীতাশাস্ত্র'। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ পর্ষদভক্ত, সখা, অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া এই মহা অমূল্য সুধাময় উপদেশগাথা—যাহা জীবের পক্ষে পরমার্থ-পথের একমাত্র সহায়, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও যোগ্যতার দ্বারা

গীতার তাৎপর্য্য-বোধ অসম্ভব। কেবল অবরোহ-পন্থায় সদ্-গুরুর কৃপায় গীতার অর্থ চিত্তে প্রকাশিত হয়।

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ (শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া না বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥
(কঠ ১।২।২৩)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যখন দক্ষিণদেশে শুভবিজয় করিয়াছিলেন, তখন শ্রীরঙ্গমক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে একজন গীতা-পাটকারীকে গীতা-পাঠ করিতে শুনিলেন। তিনি অশ্রুধারায় স্নাত, সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত, মহা আনন্দ ও আবেগ-ভরে অবিশুদ্ধ উচ্চারণে গীতা পাঠ করিতেছেন। তাঁহার অবিশুদ্ধ উচ্চারণে পণ্ডিতগণ হাঁসিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সে দিকে দৃক্‌পাত নাই। তিনি অন্তরে মহা আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যেন কত সুধা-পানে মত্ত হইয়াছেন। পাঠান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি ভাই, গীতা-পাঠে এত কি আনন্দ উপভোগ করিতেছ? আমাকে একটু দয়া করিয়া বলিবে?'

তখন গীতা-পাঠক বলিলেন—"আপনি স্বয়ংভগবান্, সর্ব্বান্তর্য্যামী ও সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই বুঝিতেছি। আপনার কৃপায়ই আমি গীতা পাঠকালে আস্বাদন করিয়া মহা আনন্দ পাই। যখনই শরণাগত ও প্রণত হইয়া গীতা-পাঠ আরম্ভ করি, তখনই দেখি—"কুরুক্ষেত্রে রথোপরি অশ্বরজ্জু-ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখস্থ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গীতা উপদেশ করিতেছেন;" তাঁহার সেই

অপ্রাকৃত রূপমাধুরী, জীবের প্রতি মহা অমৃতবর্ষী কৃপদৃষ্টি ও সহাস্য বদন দেখিয়া আমি একেকারে মুগ্ধ হইয়া যাই। আমি মুর্খ—শুদ্ধাশুদ্ধ কি পাঠ কিছুই জানি না, কেবল সেই শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সৌম্য মহাকৃপাসমুদ্রবর্ষী শ্রীমুর্ত্তি দর্শন করিয়া বিহ্বল হইয়া যাই।” তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—“গীতা পাঠে তোমারই অধিকার।’ জাগতিক বিদ্যা-বুদ্ধি, যোগ্যতা জ্ঞান, অভিজ্ঞতার চরম লইয়াও গীতার একবর্ণও বুঝা যাইবে না। কারণ—গীতা প্রাকৃত কোন শাস্ত্র নয়; ইহার বর্ণ প্রাকৃত নহে ; প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধি যে-পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে, তাহার পরের বস্তু। কেবল শুদ্ধ সাধু-গুরুর কৃপায় এই অপ্রাকৃত তত্ত্ব শুদ্ধচিত্তে প্রকাশিত হয়। ইহাই গীতা পাঠ ও শ্রবণে ‘অধিকার।।” বিশেষতঃ ধর্ম্মতত্ত্ব অতিগুহায় নিহিত—

“তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো’ যেন গতঃ স পন্থা।।”

(মহাভারত)

ভারতে বহুলোক নিজেকে মহাজন বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু সদ্‌গুরু-কৃপা ব্যতীত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় দুরূহ। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামীপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে প্রকাশ করিয়াছেন—“গুরুচরণ ত্যাগ করিয়া যিনি নিজের চেষ্টায় মঙ্গল লাভ করিতে যাঁন, তিনি

অকৃতকর্ণধার নাবিকের ন্যায় নিজকৃত উপায়ের দ্বারা নিজেই খিন্ন হন।

শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর ভক্তদের প্রতি উপদেশ—

যাহ, ভাগবত পড়, বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর, চৈতন্য-চরণে।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত বুঝিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥ (চৈঃ চঃ)

পণ্ডিতের নিকট, মেধাবীর নিকট, বিজ্ঞের নিকট, বিশেষজ্ঞের নিকট বা বুদ্ধিমানের নিকট অপ্রাকৃত বাণীর সন্ধান পাওয়া যাইবে না, কেবলমাত্র বৈষ্ণবের নিকটই পাওয়া যাইবে। বৈষ্ণব অর্থে – কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ মতবাদী বা দলভুক্ত ব্যক্তি নহেন। যিনি মায়িক আবরণ, হেয়তা, অজ্ঞানতা, গুণীভূত অবিদ্যার হাত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া শুদ্ধচেতন-ধর্ম্মে অবস্থিত—তিনিই বৈষ্ণব, সমস্ত জীব বিশুদ্ধ অবস্থায় বৈষ্ণব।

অবৈষ্ণব-মুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

পবিত্রকারিণী হরিকথামৃতও জড়ীয় মায়িক শব্দজ্ঞানে অভিজ্ঞ ও মায়াদুষ্ট বিচারকগণের মুখে উক্ত দোষসমূহ-দ্বারা দুষ্ট হওয়ায় ঐ দোষসকল শ্রোতাতে প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীভগবৎ-তনু, নাম, গুণ, লীলা-পরিকরাদি সমস্তই অপ্রাকৃত। ইহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিলে মহা নিন্দা হয়—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥

বৈষ্ণব ব্যতীত সকলেই এইগুলি প্রাকৃত বলিয়া মনে করেন। বৈষ্ণবগণ প্রথমেই ইহার প্রাকৃতত্ব নিরাশ করিয়া অপ্রাকৃতত্ব স্থাপন-পূর্ব্বক বর্ণন করেন, সেজন্য উক্ত বিধি। ইতিহাস অন্তর্গত মহাভারতে প্রকাশিত 'গীতা' শ্রীভগবদ্-বাক্য। শ্রীভগবদ-গীতা-মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যে অপ্রাকৃত শক্তিসমন্বিত উপদেশামৃত প্রদান করিয়াছেন; তাহা সমস্ত উপনিষদ্‌রূপ গাভীগণের দুগ্ধ-স্বরূপ—জীবের তোষণ, পোষণ ও সুষ্ঠুপালনী-শক্তিসমন্বিত মহৎ অমৃত। নিজে গোপালনন্দন দোহনকারী হওয়ায় এবং পার্থ বৎস থাকায় দুগ্ধের অপূর্ণতা, সুষ্ঠুতা ও অনুপাদেয়তা প্রবেশ করিবারও অবকাশ পায় নাই। উহা অমৃত-সদৃশ পরম সুস্বাদু ও মৃত্যু-নিবারক। গীতামৃত পান করিলে আর মৃত্যু-ভয় থাকে না। ইহা পানকারীগণও সুধী অর্থাৎ সুবুদ্ধিমান।

গীতা সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকই পাঠ করেন। কেহবা কর্ম্মকে, কেহবা জ্ঞানকে, কেহবা ভক্তিকে, কেহ বা যোগকে

শ্রীভগবানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করেন, কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইলে 'ছয়টি লক্ষণ,-দ্বারা তাৎপর্য্য নির্ণয় করার প্রথা সর্ব্ববাদি-সম্মত ও সুপ্রসিদ্ধ।' "উপক্রমোপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা ফলম্, অর্থবাদোপপত্তি চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে।" এই ছয়টি লক্ষণেই তাৎপর্য্য নির্ণয় করাই সুধী-সম্মত। অতএব নিরপেক্ষভাবে তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইলে—ইহাই প্রকৃত পন্থা।

উপক্রমঃ—যখন শ্রীকৃষ্ণ সারথিরূপে অশ্ব-রজ্জু ধারণ করিয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জ্জুন রথীকে প্রবেশ করাইতেছিলেন, তখন কাহায় কাহার, কি কি যুদ্ধ, কিভাবে করিতে হইবে তাহা বুঝিবার জন্য শ্রীঅর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ১ অঃ ২১॥

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্॥
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩॥

—অর্থাৎ হে অচ্যুত! যতক্ষণ আমি যুদ্ধাভিলাষে অবস্থিত ইহাদিগকে অবলোকন করি এবং এই যুদ্ধারম্ভে কাহাদিগের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে ও দুর্ম্মতি দুর্যোধনের হিতৈষী যাহারা এই যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই যুদ্ধোদ্যতগণকে

যতক্ষণ আমি নিরীক্ষণ করি, ততক্ষণ তুমি উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। (২১-২৩) সর্ব্বেশ্বরেশ্বর এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ভক্ত-বাৎসল্য হইতে অর্জ্জুনের আদেশ পালন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ইহা দেখিতেছেন—সঞ্জয়, 'যিনি সম্যক্‌ভাবে ইন্দ্রিয়গণ হইতে পরিমুক্ত, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বদ্ধ না হইয়া ভগবৎ-কৃপায় তিনি সর্ব্বদর্শী হইয়াছেন। যথা—

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥
(উঃ ১)

—অর্থাৎ, "যে ধীর মানব বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ—এই ছয় বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনি এই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে পারেন।" ভগবানের বিলাস দর্শন-বাধক প্রার্থিক ভোগ তাহাকে বাধা দিতে পারে না।

বলিতেছেন ; ধৃতরাষ্ট্র কে? - যিনি রাষ্ট্র অর্থাৎ রাজ্যকে পার্থিব ভোগময় ভূমিকাকে ভোগ্য বিচারে দৃঢ়ভাবে আকড়াইয়া আছেন, তাঁহার নাম 'ধৃতরাষ্ট্র'। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—"ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন; সুপথ-কুপথ নাহি জানে"—অন্ধ মনই ধৃতরাষ্ট্র। "অন্ধীভূত চক্ষু যাঁর বিষয়-

ধূলিতে। কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥" তিনি সঞ্জয়ের কৃপায় শুনিতে পান। বিষয়াবিষ্ট অন্ধীভূত চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরতত্ত্ব বস্তুর দর্শন অসম্ভব। সাধু-মুখোদ্‌গীর্ণ বাণীই একমাত্র উপায়। তাই সঞ্জয়ের কৃপায় ধৃতরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠাময়ী-ভাবে শ্রবণ করিতেছেন। তাহার ভয়—'কুরুক্ষেত্র দেবযজন-ক্ষেত্র, সেখানে ধর্ম্মেরই প্রবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিক। পাণ্ডবগণ স্বাভাবিক ধার্ম্মিক এবং নিজে ও তৎ শতপুত্র ও সাহায্যকারী রাজন্যবর্গ সকলেই অধার্ম্মিক। ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মের ভূষণ-স্বরূপ এবং ফলস্বরূপ যুধিষ্ঠিরাদির কৃতিত্বগুলি শোভমান, তথায় তৎপালক শ্রীকৃষ্ণই কৃষক-সদৃশ, শ্রীকৃষ্ণ-কৃত বহুবিধ সাহায্য, জল-সেচন, সেতু-বন্দনাদি-দ্বারা পুষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছেন। এবং ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয় ফসলবিদ্বেষী তৃণাদির ন্যায় উৎপাটন-যোগ্য। দুষ্ট মন অন্ধ হইলেও তাহার ভিতর ইহা জানা আছে,—ইহাই তাহার মহাসংশয়। বিশেষতঃ তাহার প্রধান সাহায্যকারী দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন অর্থাৎ যিনি ভোগ প্রণোদিত হইয়া মাৎসর্য্য-প্রসূত অন্যের ঐশ্বর্য্য দমন করিয়া নিজভোগ্য কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য অন্যায়ভাবে পরদ্রোহাদি দুষ্ট যুদ্ধে সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত—তিনিই 'দুর্য্যোধন'; এবং যিনি শাস্ত্র-শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজকৃত প্রভুত্বই অন্যকে দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা দিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব। যদিও শাস্ত্র মানেন তাহাও নিজকৃত দুষ্ট ভাষ্যাবৃত করিয়া কদর্থ ও ব্যবহার করেন অথবা নিজকৃত নূতন পথ বা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ভক্তির রাজ্যে উৎপাত সৃষ্টি করেন—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরির্ভক্তিউরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"

তিনিই মূর্ত্তিমান দুঃশাসন। দুষ্ট অন্ধ মন এই দুই বাহুরূপী পুত্রের সাহায্যে ভোগ করেন, অন্য পুত্রগণ এই দুই জনেরই অনুগত, সেজন্য মহাভারত তাঁহাদের কার্য্য-কলাপাদি পৃথক্ভাবে বিশেষ বর্ণন করেন নাই। তাহাদের সাহায্যকারীগণ দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থমা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভুরিশ্রবা, জয়দ্রথ ইত্যাদি।

পাণ্ডব-পক্ষে—'যুষ্ঠির' অর্থাৎ মায়াকৃত উৎপাত দমনে মহাশক্তি-শালী অচঞ্চলা স্থৈর্য্য বৃত্তি-শালী ধর্ম্মাবতার। 'ভীম'—যিনি শত্রুগণের নিকট ভীষণ—তিনি বলদেবের অংশ; যে বলে বলীয়ান্ হইলে জীব সমস্ত ভগবৎ-ভজন-বিরোধী ব্যাপার ও বিচার ইত্যাদিকে দমিত করিয়া সুষ্ঠুভাবে ভগবৎ-ভজন করিতে পারেন। সেই বলদেবের শক্তির দ্বারা সুরক্ষিত। 'শ্রীঅর্জ্জুন'—শ্রীকৃষ্ণ সখা জীবাত্মা,—বেদে প্রকাশিত—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ (শ্বেতাঃশ্বঃ)

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥
(মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্ব)

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। (মুণ্ডক)

অর্থাৎ—"একত্র সংযুক্ত, উপকার্য্য ও উপকর্ত্তৃত্বভাবে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ, ভক্তজীব ও ভগবান্—এই চিন্ময় পক্ষিদ্বয় দেহ-নামক একটি অশ্বত্থবৃক্ষে অধিষ্ঠিত। পক্ষিদ্বয়ের মধ্যে জীব-পক্ষীটি দেহ-জনিত কর্ম্মফলরূপ অশ্বত্থফলকে স্বাদু বলিয়া ভোজন করিতেছেন। অপর পক্ষিরূপী ভগবান্ ঐ ফল নিজে গ্রহণ না করিয়া ফলভোগী জীবকে ভোগক রাইতেছেন।"

"একটী পক্ষী (জীব) বৃক্ষরূপ জড়দেহে 'অহং'-'মম' ভাবাপন্ন ও প্রভুভক্তিরহিত হইয়া কর্ম্মফল-জন্য শোকে মুহ্যমান হইতেছেন এবং শ্রীভগবানের সেবার বিমুখ হইয়া সংসার-ক্লেশ-ভোগ করিতে করিতে স্মার্ত্ত কর্ম্মকাণ্ডেক জীবন কাটাই-তেছেন। যখনই জীব স্মার্ত্ত-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কর্ম্মফল-বাসনা পরিহার করেন, তখনই তিনি সকল ভোগ্য লৌকিক বস্তু হইতে পৃথক্ অন্য পক্ষীকে গুণাতীত ভগবান্ বিষ্ণু জানিয়া তাঁহার সেবার নিত্যত্ব উপলব্ধিপূর্ব্বক শোকরহিত

হইয়া ভগবানের লীলা-মাহাত্ম্য অবগত হন। কৃষ্ণদাস্যানুভূতই বৈষ্ণবতা ও কর্ম্মফল-লাভরূপ বাসনারাহিত্যই নিষ্কামতা। বৈষ্ণবতা হইলেই জীব পরিশুদ্ধ ও মুক্ত হন। বিষ্ণুভক্তিলাভে নির্ম্মল জীব দ্রষ্টৃ সেবক-স্বরূপে যেকালে হেমবর্ণ বিগ্রহ হিরণ্যগর্ভ জগৎ-কর্ত্তাকে দেখিতে পান, তখন পরাবিদ্যা-লাভের ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধিপ্রসূতা পাপপুণ্য-ধারণা সম্যকরূপে পরিহার করিয়া নির্ম্মলতা ও পরম সমতা লাভ করেন। বদ্ধাবস্থায় জীবের স্বার্ত্তভাব এবং মুক্তাবস্থায় হরিদাস্য ভাবের উদয় হয়, ইহাই বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য।

তিনিই অর্জ্জুন। অরি অর্থাৎ শত্রুকে যিনি হীনবল করিতে পারেন, অথবা অরজজ অর্থাৎ—সূর্য্যপুত্র যমরাজের বিচার যিনি হীমপ্রভ করিতে পারেন—সখা ভগবানের কৃপা-সাহায্যে। তাঁহার আর দুই ভ্রাতা—সহদেব ও নকুল। সহদেব অর্থাৎ—দেবাদিদেব শ্রীভগবানের আরাধনায় যিনি সহায়তা করেন—এরূপ বুদ্ধিযুক্ত যিনি। নকুল, অর্থাৎ—অনন্তদেবের অংশ। আর তাঁহাদের আরও সাহায্যকারী সাত্যকী, অর্থাৎ—সত্যকেই যিনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছেন॥ বিরাটরাজ—যাঁহার হৃদয়ে বিরাট পুরুষোত্তম বিরাজমান। দ্রুপদ, অর্থাৎ—জড়ত্বধর্ম্ম অপনোদন করিয়া চেতনে দ্রুতগতিত্ব-প্রাপক। ধৃষ্টকেতু,—ধৃষ্ট অর্থাৎ যাহারা দোষ করিয়াও স্বীকার করে না (বেহায়া) তাহাদিগকে কবদ্ধ অর্থাৎ—মস্তিষ্ক-হীন-রূপে প্রতিভাত করান। চেকিতান, অর্থাৎ—যিনি সর্ব্ববিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবান,

কাশীরাজ, অর্থাৎ—ব্রহ্মার যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ নারায়ণ যাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত। পুরুজিৎ, অর্থাৎ—পুরুষোত্তমকে যিনি ভক্তি দ্বারা জয় করিয়াছেন। কুন্তীভোজ, অর্থাৎ—কর্ণের আনন্দদায়িণী কৃষ্ণকথাই যাঁহার কর্ণোৎসব। শৈব্য,—মঙ্গলকে যিনি ধারণ করিয়াছেন। যুধামন্যু—যোদ্ধাগণ 'যাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন।' উত্তমৌজ—শ্রেষ্ঠ ওজস্বী। সৌভদ্র—ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গলকে যিনি সুষ্ঠুভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন; এবং দ্রুপদ—দ্রুতগাতিতে যিনি কৃষ্ণসেবায় অগ্রসর হন, তাঁহা হইতে জাত দ্রোপদী ও দ্রুপদ-পুত্রগণ। ভক্তবৎসল হৃষিকেশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রার্থনা মত উভয় পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে রথ স্থাপন করিলেন। তখন অর্জ্জুন উভয় পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে নিজের পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পৌত্র, সখা, শ্বশুর প্রভৃতি সুহৃদগণকে দেখিয়া কৃপান্বিত ও বিষন্ন হইয়া পড়িলেন। এবং কহিলেন,—"হে কৃষ্ণ, আমার জন্য জীবন ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক এই উভয়পক্ষীয় বন্ধুগণকে দেখিয়া আমার গাত্র বিশীর্ণ, মুখ পরিশুষ্ক, শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে। চর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে ও হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে। আমি আর এ-স্থানে অবস্থান করিতে পরিতেছি না। আমার মন ঘূর্ণিত হইতেছে ও অনিষ্টসূচক লক্ষণ-সমূহ দেখিতেছি। আরও স্বজনগণকে যুদ্ধে বধ করিয়া কোন শুভ ফল দেখিতেছি না। বিজয় আশা থাকিলেও আমি বিজয়ও আশা করি না, রাজ্য-সুখও চাই না। কারণ যাঁহাদিগকে লইয়া রাজ্য ও সুখভোগ আকাঙ্ক্ষা করা যায়, সেই সব আত্মীয় বন্ধুগণ

প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত অবস্থিত, অতএব আমাদের এ রাজ্যলাভে ফল কি? ভোগ ও জীবন-ধারণই বা কেন? ইঁহারা আমাকে মারিলেও আমি ইঁহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। যদি বল—'অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রধারী এবং ধন, ক্ষেত্র ও স্ত্রী-অপহরণকারী এই ছয় জনই 'আততায়ী' বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে অভিহিত হয়, ইহাদিগকে কোন বিচার না করিয়া বধ করিলে পাপ হয় না।' দুর্য্যোধনাদি আততায়ী হইলেও এবং ইহারা আমাকে বধ করিতে আসিলেও স্মৃত্যোক্ত নীতিশাস্ত্র অনুসারে উহারা আমার বধ্য হইলেও নীতি অপেক্ষা বলবান্ ধর্ম্মশাস্ত্রমতে—"গুরু এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বধ-করা দূরে থাকুক তাঁহাদের সহিত উচ্চভাষণও অন্যায়।" উহারা লোভে ও পাপে যদিও আমার প্রতি হিংসা করিতেছে, তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে আমার উহাদিগকে বধ করা উচিত মনে করিতেছি না। কারণ নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রই প্রবল। ইহাদিগকে যুদ্ধে বধ করিলে "কুলক্ষয়জনিত দোষ, মিত্র-দোহ-রূপ পাতক এবং বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন-দ্বারা পিতৃ পিণ্ড-তর্পণাদি বিলুপ্ত হওয়ায় কুলনাশকগণকে নরকে পতিত হইতে হয় এবং দারুণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।" হায়, কি দুঃখ! আমরা রাজ্যসুখ লোভে স্বজনগণকে বধ করিয়া মহাপাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি শস্ত্রপাণি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রতীকাররহিত ও শস্ত্রশূন্য অবস্থায় আমাকে রণে নিধন করে, তাহা হইলেও আমার পক্ষে হিতকর হইবে। অর্জ্জুন

এই বলিয়া ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া সমরে বিমুখ হইয়া বিষন্ন-মনে রথোপরি উপবেশন করিলেন। অর্জ্জুনের এই বিচার তথাকথিত ধার্ম্মিক সম্প্রদায় ও ত্যাগী-সম্প্রদায়ের দ্বারা বহুমানিত হইলেও—"পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্মনামে চলে ভাগবত কহে—সব পরিপূর্ণ ছলে।" ধর্ম্মের গ্লানি অপনোদক ও ধর্ম্মসংস্থাপক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ইহার সমাধান করিয়া অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্!
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২।২ ॥"

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন, কি হেতুতে এই বিষম সঙ্কটকালে আর্য্যগণের অনবলম্বিত, অধর্ম্মকর ও অযশস্কর এই মোহ তোমার উপস্থিত হইল?

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই বিচারকে অনুমোদন না করিয়া কহিলেন—তোমার এই বিচার কশ্মল অর্থাৎ মোহ হইতে উদ্ভূত। ইহা জীবের জীবন সংগ্রামের অত্যন্ত সঙ্কটাবস্থা আনয়ন করে। শুদ্ধ জীবের এই বিচার আশা উচিৎ হয় না। উক্ত বিচার সমূহ অনার্য্য-জুষ্টম অর্থাৎ সুপ্রতিষ্ঠিত লোকের অসেবিত, অস্বর্গ্যম্ ও অকীর্ত্তিকর অর্থাৎ পারত্রিক ও ঐহিক সুখ প্রতিকূল ব্যাপার এবং নিন্দনীয়। পারমার্থিকগণ মোহগ্রস্ত নহেন এবং তাহাদের অনুগতগণও অর্জ্জুনের পূর্ব্বকথিত ঐহিক-পারত্রিক সুখপ্রার্থী নহেন।

চিদ্‌বৈজ্ঞানিকগণ আত্মার প্রকাশের তারতম্য অনুসারে শ্রেষ্ঠতারও তারতম্য বিচার করিয়াছেন। জীবের চেতনবৃত্তি আচ্ছাদিত, সঙ্কুচিত, মুকুলিত, বিকচিত ও পূর্ণবিকচিত—এই পাঁচ প্রকার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। পাপী ও অপরাধী হইলে জীবের চেতনবৃত্তি যখন আচ্ছাদিত হইয়া যায়, তখন আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষ-প্রস্তরাদি স্থাবর জন্মলাভ করে। উহা অপেক্ষা—ঈষদুন্নত সঙ্কুচিতচেতন পশু ও অবিবেকী মনুষ্যজন্ম লাভ করে। বন্য মনুষ্য জীবনের মধ্যেও একটা সমাজ গঠিত করে, যাহা তাহাদের জীবন-যাপনের উপযোগী; উহা নিরীশ্বর-নৈতিক নামে কথিত। সভ্যজীবনেও সেই নীতিগুলি একটু পরিশুদ্ধ তথা-কথিত শাস্ত্রসম্মত করিয়া ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহা ভগবৎ-সেবানুকুল্য বৃত্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় উহা যত সভ্যগণই স্বীকার করুন না কেন, নিরীশ্বর-নৈতিক জীবন পশুবৎ সঙ্কুচিত চেতনের বৃত্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পর যাহারা সাধুসঙ্গ করিয়া কিছু সম্বন্ধ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, ঈশ্বর স্বীকার করেন, 'ঈশ্বর ভজন করিতে হইবে'—ইহা বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার অনুকূল শাস্ত্র সকলের প্রতি আদর করেন, তাঁহারা সাধক মুকুলিত-চেতন। যাঁহারা সাধুসঙ্গ ও গুরুকৃপা বলে ভজন করিতে করিতে ভাবদশা পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিকচিত চেতন। ভাবদশা পরিপুষ্ট হইয়া তখন প্রেম পর্য্যন্ত আরূঢ় হ'ন তখন পূর্ণ-বিকচিত চেতন অবস্থা লাভ করেন।

বদ্ধ জীব চিৎস্বরূপ ও চিৎ ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীন। কৃষ্ণের পরতন্ত্র থাকিলে তাহার ক্লেশ থাকে না এবং পরানন্দ ভোগ হয়। নিজ ভোগবাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইলে তিনি মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার দুর্নিবার কর্ম্মচক্রে পড়িয়া জড়জগতে মায়িক সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। মায়ার কর্ম্মচক্র পুণ্য-পাপ, সুখ-দুখ ও উচ্চ-নীচ অবস্থা জনক, তদ্দ্বারা কখনও স্বর্গাদিলোক ও কখনও নরকাদির ভোগ হয়। চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয়। তখন তিনি চারিপ্রকার অনর্থের দ্বারা গ্রস্ত হ'ন। স্বরূপভ্রম, অসৎতৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্য। জীব নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া অন্যরূপের অভিমানে মায়িক হইয়া পড়িয়াছেন। মায়াকৃত জড়দেহকে আমি বোধ করিয়া বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় করিয়াছেন—ইহাই 'কশ্মল'। পরম-পার্ষদভক্ত শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য ও তদ্দ্বারা উক্ত অবস্থায় আক্রান্ত জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য ঐ অনর্থচতুষ্টয় অপনোদন অর্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাঙ্খ্যযোগ বর্ণন করিয়াছেন। স্বরূপভ্রম শীঘ্র যাইতে চাহে না, সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনে আস্তে আস্তে যাইতে থাকে। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানু-শীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। শ্রীগুরু এবং ভগবৎ কৃপায় স্বরূপ-জ্ঞান উদয় হয়। সাধক বিশেষ যত্নে আত্মস্বরূপ অবগত হইবেন। স্বরূপভ্রম যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, দ্বিতীয় অনর্থ অসৎ-তৃষ্ণা তদ্‌পরিমাণে তাহার সহিত তত পরিমাণে দূর হইবে। জড়-দেহের বিষয় তৃষ্ণাই অসত্তৃষ্ণা। স্বর্গসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ ধনজনসুখ,

—সকলই অসৎতৃষ্ণা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নাম-অপরাধ পরিহারের বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নাম-অপরাধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে ব্যাকুল হইয়া তীব্র আর্ত্তি সহকারে নাম গ্রহণ করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়। আলস্য, ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদির দ্বারা চিত্তবিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি, ধন, বিদ্যা, জন, রূপ-বলের অভিমানে দৈন্য-স্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশ দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার-শোধনে অযত্ন ; ক্রোধ-মোহ-মাৎসর্য্য-অসহিষ্ণুতাজনিত দয়া পরিত্যাগ ; প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্য দ্বারা বৃথা বৈষ্ণব অভিমান, কনক-কামিনী ও ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার— – — — এই প্রকার কার্য্য সকলই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। এই সকল অনর্থ নিবৃত্তির জন্য স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবের চেতনের পরিপূর্ণতম প্রকাশ পরাকাষ্ঠা উদ্ভাবনার্থে এই গীতার উপদেশ। অর্জ্জুনকে এই প্রকার অবস্থান্বিত দেখিয়া শ্রীমধুসূদন কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুলনেত্রে বলিতে লাগিলেন। তৎপূর্ব্বে মোহগ্রস্ত জীবের ভগবৎ-কৃপালাভের একমাত্র উপায় স্বরূপ শরণাগতি শিক্ষা দিবার জন্য অর্জ্জুনের দ্বারা সেই শরণাপত্তি প্রকটিত করিলেন, তখন অর্জ্জুন নিজের আরোহ-জ্ঞানোত্থ সকল প্রকার যোগ্যতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির নিরর্থকতা

উপলব্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রপন্ন হইয়া বলিলেন :— ॥ ২।৭ ॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্

কার্পণ্য অর্থাৎ অব্রহ্মবিত্ব ও কুলক্ষয়জনিত দোষ, এই দুইটির আলোচনায় আমার ক্ষাত্র-স্বভাব অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে ; ধর্ম্মাধর্ম্ম-সম্বন্ধেও আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—"আমার পক্ষে যাহা নিশ্চিত শ্রেয়স্কর তাহা আপনি বলুন। আমি আপনার শিষ্য, অতএব আপনার শরণাপন্ন, আমাকে শিক্ষা দিন ॥"

আবার 'কার্পণ্য'-শব্দে—দৈন্য, বস্তু ও সামর্থ্য থাকাসত্বেও তাহার ব্যবহার করিতে সঙ্কোচন। 'আমার যে নিত্যস্বভাব কৃষ্ণদাস্য, তাহার পূর্ণভাবে ব্যবহার করিতে আমি সঙ্কোচ করিতেছি,'—এই দোষে আমার কৃষ্ণদাস্য স্বভাব উপহত হইয়াছে; হত নহে—হত-প্রায়, স্বভাব কখনও হত হয় না। বস্তু থাকা পর্য্যন্ত তাহার স্বভাব থাকে, তাহা নৈমিত্তিক কোন কারণে আবৃত, বা বিকৃত অবস্থায় পরিণত হয়। অতএব আমার যে নিত্যধর্ম্ম কৃষ্ণ-দাস্যভাব সম্যক্ মোহগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার আশ্রয়ে যে চিত্তের মোহগ্রস্ততা তাই এই বিপন্ন অবস্থায় নিজের জড়ীয় মায়াকৃত সত্ত্ব, রজ, তমঃ-গুণময় জ্ঞানাভাবযোগ্যতা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।

এমতাবস্থায় আর কোন চেষ্টা ও সাহায্য বিফল মনোরথ হইয়া তোমারই পাদপদ্মে প্রপন্ন অর্থাৎ শরণ গ্রহণ করিলাম। জীবের প্রকৃত শ্রেয় কি? মূঢ় জীব তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া আপাততঃ সুখপ্রদ ও অমঙ্গলকারী প্রেয়কেই শ্রেয় বলিয়া নির্ণয় করে, কিন্তু প্রকৃত শ্রেয় নির্ণয় করিতে অক্ষম। এমতাবস্থায় ভগবৎ কৃপাই সেই শ্রেয় নির্ণয় করিতে সক্ষম। সেই শ্রেয়-নির্ণয় গ্রহণ করিবার যে একমাত্র পন্থা—তাহা শরণাপত্তি ব্যতীত শ্রীভগবান্ কৃপা করিলেও জীব তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব বদ্ধজীবের শ্রেয়-নির্ণয়ের ও প্রাপ্তির একমাত্র উপায়-স্বরূপ যে শরণাপত্তি, তাহাই আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবৎ-কৃপালাভে সাফল্যপ্রদ উপায় অবলম্বন করিতে হয় এবং শ্রীভগবৎ চরণে আবেদন করিতে হয়। সেই প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া অর্জ্জুন শ্রীভগবৎ চরণে প্রপন্ন হইলেন। এই ভগবৎ প্রপত্তিই জীবের একমাত্র মঙ্গল লাভের পন্থা। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ নির্ণয় করিয়াছেন।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

(ভাঃ ৭।৫।২৩।২৪)

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি যাজন করিতে হইলে জীব প্রথমেই আত্মসমর্পণ করিয়া যাজন করিলে ফল হইবে। ইহাই

বিদ্যার সার। প্রপত্তি ব্যতীত ভক্তির অঙ্গের যাজন নিস্ফল। যেমন বিবাহের পূর্ব্বে পতি সেবা হয় না; সেই প্রকার শরণাগত না হইলে কোন ভক্ত্যাঙ্গ ফলপ্রসূ হয় না। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ক্রিয়াগুলি শরণাগতি ব্যতীত সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছায় না এবং তিনিও তাহা গ্রহণ করেন না। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—'ত্বাং বিনা ত্বদীয়ত্ব অসিদ্ধেঃ' অর্থাৎ শরণাপত্তি ব্যতীত ভক্তি সিদ্ধ হয় না। যদিও ভক্তি স্বৈরিণী, সর্ব্বভৌমা অর্থাৎ তাঁহাকে কোন উপায়-দ্বারা আনা যায় না, নিজ ইচ্ছায় সর্ব্বত্র যাইতে পারেন; এবং 'অপ্রতিহতা'—তিনি আসিলেও তাঁহাকে কেহ রোধ করিতে পারে না। তথাপি সেই ভক্তিদেবী কৃপা করিলেও শরণাপত্তি ব্যতীত তাঁহাকে লাভ ও রক্ষা করিবার যোগ্যতা আর কাহারও নাই। কারণ শরণাপত্তি চেতনের বৃত্তি। কোন জড়ীয় চেষ্টা, যোগ্যতাও বল অপ্রাকৃত ভক্তিদেবীকে ধারণ করিতে অক্ষম। এ কারণ শ্রীজীবগোস্বামিপাদ একাদশ প্রকার ভক্তির কথা বর্ণন করিয়াছেন, তাহার প্রথমেই শরণাপত্তি, দ্বিতীয় সাধুসেবা এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি। শরণাপত্তি না হইলে শুদ্ধ সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবাও হয় না। ইহা শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রেম প্রাদুর্ভাবের ক্রমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

আদৌ অর্থাৎ কোন পরমস্বতন্ত্র ভগবৎভক্তের সঙ্গ ও কৃপা-জাত লব্ধ মঙ্গল হইতে প্রাপ্ত ভাগবান্ জীব, চেতনের বৃত্তির উদ্বোধনরূপ উন্মুখতা। তাহার পর শ্রদ্ধা—শ্রীরূপগোস্বামিপাদ "শ্রদ্ধাতু অন্যোপায় বর্জ্জনং ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতি বিশেষঃ, সা চ শরণাপত্তি লক্ষণাঃ"—"অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদির উপায় সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া যে ভক্তিতে উন্মুখকারিণী চেতনের বৃত্তি-বিশেষ সুকৃতি সাক্ষাৎভাবে সাধু ও ভগবানের সহিত কৃত হয়।" শ্রদ্ধা কোন জড়ীয় কার্য্য নহে। জড়ে যে ভাল কার্য্য—তাহাকে 'পুণ্য'-বলে, উহা শাস্ত্রবিধিমত হয়। কিন্তু 'সুকৃতি'-চেতনের সহিত কৃত হইলে হয়, তাহার বিশেষ শব্দে কোন বিশিষ্ট সাধুর আনুগত্যময়ী হওয়া আবশ্যক। ইহার লক্ষণ শরণাপত্তি। সেই শরণাপত্তির বহু প্রকার ভেদ ও প্রক্রিয়া আছে; তাহা উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। এই শরণাপত্তি যত সুষ্ঠু, দৃঢ় ও সম্পূর্ণ হইবে ততই ভক্তির কৃপা ও আবির্ভাব উপলব্ধি হইবে। এই শরণাপত্তি ব্যতীত অপ্রাকৃত বাণী ধারণ বা উপলব্ধি করিবার অন্য রাস্তা নাই।

অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায়েন শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
'অবশ্য রক্ষিবেন কৃষ্ণ'-বিশ্বাস পালন॥

ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তির-প্রতিকূল-ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥
(ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ)

মায়ার চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ চিৎস্বরূপ, সুতরাং মায়ামুক্ত হইবার যোগ্য; কোন মায়িক কার্য্যের দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং পুণ্য-জনক কোন শুভকর্ম্ম-দ্বারা মায়ামোচন সম্ভব হয় না। আমি জীব—চিৎকণ এবং মায়া আমার পক্ষে হেয়—এরূপ জ্ঞানমাত্র হইলেও জ্ঞান-বৈরাগ্য দ্বারা মায়া হইতে মুক্তি হয় না। নিজের গুপ্তও লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণ-দাস্যভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিরূপ অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। নিজ স্বভাব উদয়েই মায়া-পরাধীন-স্বভাব কালক্রমে দূর হয়। নিজ স্বভাব অত্যন্ত লুপ্ত প্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গ-বলক্রমেই জীবের গুপ্ত-প্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটী ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্ব ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিক্রমে কিয়ৎ-পরিমাণ শরণাপত্তি লক্ষণা শ্রদ্ধা লাভ করেন, ইহাই একটী ঘটনা। সেই সুকৃতি বলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয়, ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা। তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়—যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুসঙ্গে নিজ স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন।

সাধুসঙ্গ-বলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয়; ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে-পরিমাণে উদয় হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আনুষঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়।"

দুর্ব্বল বলবানের, দরিদ্র ধনীর, নিকট মূর্খ পণ্ডিতের নিকট, অজ্ঞ জ্ঞানীর নিকট, অল্প-বুদ্ধিমান অধিক বুদ্ধিমানের নিকট বিপদে পড়িয়া বা নিজকামনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে surrender (আত্ম সমর্পণ) দেখা যায়, উহা উক্ত শরণাগতির মধ্যে নহে। শ্রদ্ধা লক্ষণই শরণাগতি শব্দবাচ্য, শ্রদ্ধা শব্দে শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস ও আদর।

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্মকৃত হয়॥ (চৈঃ চঃ)

বিশ্বাস অর্থে বিশেষ শুভ আশা। তাহা আবার ভগ্নের কারণ হইলেও যদি ভগ্ন না হয়, তাহাকে দৃঢ় বলে, ঐ দৃঢ়তা আবার শ্রীভগবান্, ভক্তি ও ভক্তের প্রতি হইলে তাহা 'শু' বা শুভদ হয়। উহা আবার নিশ্চয়াত্মিকা হওয়া আবশ্যক। তাহা কি বিষয়ে? "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হইয়া যায়, পৃথক্‌ভাবে তাহার আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না" ইহার লক্ষণই শরণাপত্তিতে প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধা দুই প্রকার—লৌকিকী ও শাস্ত্রীয়, যতক্ষণ শ্রদ্ধা মায়িক বস্তু, বিষয় ও ভাবের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত থাকায় অশুদ্ধ থাকে, তখন উহা 'লৌকিকশ্রদ্ধা'-নামে কথিত হয়, তাহারই যে লক্ষণ—শরণাগতির পূর্ব্বাঙ্গ-রূপা।' ইহাতে কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য পরমতমতত্ত্ব বলিয়া জ্ঞান হয়। ভক্তি একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া জানেন এবং কর্ম্ম, জ্ঞান,

যোগাদির ফল প্রসবকারী মুক্তি এবং পরমাত্ম সাক্ষাৎকার বিভূতি আদিকে অপবর্গ না জানিয়া কৃষ্ণপ্রেমই পরম-পুরুষার্থ ও অপবর্গ বলিয়া বিশ্বাস হয়। কিন্তু অনর্থ থাকার জন্য মায়িক ভোগোত্থ আকর্ষণ থাকে বলিয়া উহা অশুদ্ধ হয় যে কারণ—'লৌকিক শ্রদ্ধা' বলিয়া কথিত হয়। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া এই যে 'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'-এই ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন, উহা লৌকিক শ্রদ্ধারই উদাহরণ। উহার লক্ষণ যে শরণাপত্তি—তাহা পূর্ব্বাঙ্গরূপা। তবে এখান হইতে শিষ্যের যোগ্যতা আরম্ভ হইল। সাধু-গুরু ও ভগবৎকৃপায় এবং উপদেশে ইহা যত দৃঢ়, পরিস্ফুট ও শুদ্ধ হইবে ততই উহা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা ; এবং তাহার লক্ষণ পরাঙ্গরূপা শরণাগতিতে পর্য্যবসিত হইবে। ঐ পরাঙ্গরূপা শরণাগতি এবং শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার বিষয় পরে বর্ণিত হইবে। সাধকের পূর্ব্বসংস্কার, অভ্যাস, সঙ্গ ও অজ্ঞানতাক্রমে যে সকল অসিদ্ধান্ত কুবিচার ও জড়াশক্তিক্রমে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির উপর ভরসা, তাহা পরিশুদ্ধ করিবার জন্য সাধু ও ভগবানের কৃপা এবং শাস্ত্র উপদেশের আবশ্যক হয়। সাধক যদি বিশ্বাস সহকারে নিজ স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া শরণাগত হইয়া উহা শ্রবণ ও পালন করেন এবং ভগবৎ ও সাধু-কৃপা-গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হ'ন, তাহা হইলে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয় ও ভক্তিলাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হ'ন, অপরাধ ও পাপ প্রবল থাকিলে শাস্ত্র, সাধু ও ভগবৎ-বাক্যে বিশ্বাস হয় না।

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনংহৃদয়ং তাবদেবহি।

ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিস্যাৎ সদ্‌বুদ্ধি সদ্‌গুরৌতথা ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুঃ)

শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস শ্রদ্ধার একটি লক্ষণ। পাপ-মলিন চিত্তে শাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না। অনেক জন্ম সঞ্চিত সুকৃতি-ফলে পাপ-মলিনত্ব দূরীভূত হইলে শাস্ত্র-শ্রবণে রুচি হয়। সাধু-মুখে মহদাবির্ভাবিত শাস্ত্রাদি শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীভগবৎ চরণে রতির উদয় হয়। শ্রদ্ধালক্ষণা শরণাপত্তি আবির্ভাবের মূলে সাধু ও ভগবৎ-কৃপাই লক্ষিত হয়। শুদ্ধ শরণাপত্তি প্রকাশিত হইলে তন্মূলে সাধু ও ভগবৎ-কৃপা নিশ্চয় হইয়াছে জানিতে হইবে। তদ্ব্যতীত কল্পনাময়ী উপলব্ধির কথাও ছলনামাত্র। উপলব্ধি যদি শাস্ত্র সঙ্গত না হয়, তাহা আত্ম ও পর-বঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অশরণাগতের ভয়, শোক, ত্রিতাপাদি ও শরণাগতের অশোক অভয় লাভের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সেই শরণাগতিতে প্রীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিতেছেন :—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।

আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৭।১৬ ॥

[সুকৃতিগণ আমাকে ভজন করেন। তাঁহারা সুকৃতির তারতম্যানুসারে চারিপ্রকার, তাহাই বলিতেছেন—] হে ভারতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী,—অর্থাৎ স্বর্গাদিলোককামী ও আত্ম-জ্ঞানার্থী—এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী, ব্যক্তি আমাকে ভজন করে।

সুকৃতি না থাকিলে এ চারি জনের কেহই ভগবদ্‌ ভজন করে না। শরণাগতির পূর্ব্বে সাধুকৃপায়— 'অভাব বোধ' হয়, তখন

'নিজের সকল চেষ্টা, যোগ্যতা, বিদ্যা, বুদ্ধি কোনটি-দ্বারাই সেই অভাব পূরণ হইতে পারে না ;" ইহা দৃঢ়ভাবে বুঝিয়া সৎশাস্ত্র ও সাধুর উপদেশ লাভ করিয়া ভগবৎ চরণে শরণাপত্তি লাভ করে। শরণাপত্তির মূলে সাধুকৃপা ও নিজের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার পূর্ণভাবে একত্রিত হইলে ফলোদয় হয়, নতুবা উক্ত চারি প্রকার ব্যাক্তির কেহই ভগবদ্ ভজনের মূলে শরণাপত্তির আশ্রয় করেন না। গজরাজ পূর্ব্ব-সুকৃতিক্রমে আর্ত্ত হইয়া শ্রীভগবৎ চরণে শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে পৌণ্ড্রদেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন-নামক রাজা ছিলেন। তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া মলয়াচলে নিষ্ঠাপূর্ব্বক শ্রীভগবৎ-অর্চ্চনে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার গুরু অগস্ত্য আসিলে তিনি 'অর্চ্চন অপেক্ষা গুরুসেবা শ্রেষ্ঠ' না জানায় অর্চ্চন ছাড়িয়া গুরুর পূজা করেন নাই। তাহাতে গুরু অগস্ত্য অভিসম্পাত-রূপা কৃপা করিয়া বলিলেন—"তোমার বুদ্ধি হস্তিতুল্য স্থূল হইয়াছে, সুতরাং তুমি হস্তি-যোনিতে জন্ম লাভ কর॥" সেই ভগবৎ-অর্চ্চন ও সাধু-কৃপারূপ অপ্রাকৃতবস্তুর সংশ্রবে আর্ত্ত হইয়া ভগবৎ-চরণে শরণাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীধ্রুব মহারাজ অর্থার্থী—অর্থাৎ রাজ্য লাভের জন্য শ্রীনারদের কৃপায় ভগবৎ-চরণে শরণাপত্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসুর মধ্যে ঃ—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়োত্তমম্" ইহার মূলেও পুর্ব্ব-সঞ্চিত সুকৃতি লক্ষিতব্য। শাস্ত্রেও বর্ণিত আছে,—"বহু জ্ঞানপন্থী লোক সাধু ও ভগবদ্ কৃপাবলে ভগবৎচরণে প্রপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।" অতএব সর্ব্ব মূলে অপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন ভগবৎ ও সাধুকৃপাই

শরণাপত্তির মূল হেতু। মায়িক কোন জড়ীয় সম্পদ্‌, বিপদ্‌, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি-দ্বারা শরণাপত্তি লাভ অসম্ভব। শরণাগতের ও শরণ্যের বহু প্রকার তারতম্য অনুসারে শরণাগতিও বিভিন্ন প্রকার।

"ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয়॥"
"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্‌॥"

(ভঃ ২।৩।১০)

উদারধী শব্দের অর্থ সুকৃতিবান্‌।

যাহার সুকৃতি নাই, তিনি ভগবৎ-চরণেশরণাপত্তি ব্যতীত কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন, অথবা নিজ কামনানুযায়ী সেই সেই কামনা-পূরক দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহা শরণাগতির পন্থা নহে। যিনি শরণাগত হইবেন, সাধু ও ভগবৎ-কৃপারূপ অপ্রাকৃত বস্তুর কৃপা বলে মূলে শ্রীভগবৎসেবা-কামনা বর্ত্তমান থাকে। প্রথমাবস্থায় যদিও কিছু অন্য কামনা বাসনা থাকে ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকৃপায় শুদ্ধা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অন্য কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তা'রে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মুর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৭)

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥

ঈশ্বরের নিটক প্রার্থনা করিলে তিনি প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করেন সত্য, কিন্তু পরমার্থ প্রদান করেন না, এই জন্য আবার প্রার্থী হইতে হয়, কিন্তু নিষ্কাম ভক্তেরা প্রার্থনা না করিলেও ভগবান্ তাঁহাদিগকে সর্ব্বকামপ্রদ নিজ পদপল্লব প্রদান করেন।

কাম লাগি, কৃষ্ণ ভজে. পায়, কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি, 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে॥

তথা হি হরিভক্তি সুধোদয়ে (৭।২৮)—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্র গুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

ধ্রুব কৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—হে প্রভো! মানুষে কাঁচ অন্বেষণ করিতে করিতে যেমন দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হয়। আমিও সেইরূপ রাজসিংহাসন লাভার্থে তপস্যা করিয়া মুনীন্দ্র দুর্ল্লভ-ধন তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। বিভো! তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম, অন্য বর যাচ্ঞা করি না।

কামিগণের কর্ম্ম তিন প্রকার—কাম্য, নৈমিত্তিক ও নিত্য। তন্মধ্যে কাম্যকর্ম্ম নিজসুখবাসনা প্রবল থাকায় উপাস্যের সেবার

ছলনায় নিজ কামনা-পূরণই প্রবল থাকে, সেজন্য উহা নিতান্ত হেয়, এজন্য অন্যদেবের উপাসনা নিজ কামনা পূরণার্থে, অতএব উহা দোষণীয় বলিয়া গীতায় উক্ত হইয়াছে।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ৭।২০ ॥

["কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কাম্যবস্তু লাভের জন্য যাহারা পরমেশ্বরকে ভজন করেন, তাহারা কাম্যবস্তু লাভ করিয়া ক্রমশঃ মুক্ত হন"—ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহারা অত্যন্ত রজঃ ও তমোগুণী তাহারা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার সেবা করে, তাহারা সংসারে আবদ্ধ হয়, ইহাই চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন।

বহির্ম্মুখগণ সেই সেই কামনাদ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া এবং সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম স্বীকার পূর্ব্বক স্বকীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তদনুরূপ অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে ॥ ৭ ২০॥ উক্ত শ্লোকের টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—

"তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরং মামেব যে ভজন্তি তে কামান্ প্রাপ্য শনৈর্ম্মুচ্যন্তে ইত্যুক্তং, যেত্বত্যন্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে তে সংসরন্তি।"

কামিগণও যদি কামনাপূর্ত্তির জন্য একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরির ভজনা করে, তবে তাহারাও কামনারূপ ফল লাভ করিয়া ভগবৎ কৃপায় ক্রমে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করতঃ ধন্য হয়। কিন্তু যাহারা অত্যন্ত রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতির লোক, তাহারা শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করতঃ কামাভিভূত

হইয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, এই দুঃখপূর্ণ সংসারেই ভ্রমণ করিয়া থাকে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ৭।২১ ॥

[যাহারা দেবতা-বিশেষকে ভজন করে, তাহাদের মধ্যে] যেই যেই ভক্ত যেই যেই দেবতারূপ মদীয় মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার সহিত আর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, অন্তর্য্যামী আমি সেই সেই ভক্তের সেই মূর্ত্তি-বিষয়িণী শ্রদ্ধাকে দৃঢ়া করিয়া থাকি ॥ ৭।২১ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ৭।২২॥

[তাহার পর—] সেই ব্যক্তি দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতা-মূর্ত্তির আরাধনা করিলে অন্তর্য্যামী মৎকর্ত্তৃক বিহিত সেই কাম্য-বিষয়সকল তাঁহা হইতে লাভ করেন ॥ ৭।২২ ॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ৭। ২৩ ॥

(আর যদি এইরূপে সকল দেবতাই আমার মূর্ত্তি হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের আরাধনাও আমারই আরাধনা এবং তাঁহাদের কাম্যবিষয়ের ফলদাতাও আমিই, তথাপি সাক্ষাদ্‌ভাবে যাঁহারা আমার ভজন করেন, তাঁহাদের কিছু বৈষম্য আছে। তাহাই বলিতেছেন—) কিন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের সেই ফল বিনাশী। দেবতার উপাসকগণ দেবতাগণকে লাভ করেন। আর, আমার ভক্তগণ নিত্যফলস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৭।২৩ ॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ৭।২৪ ॥

[যদি বল, সমান পরিশ্রমের যখন মহৎফল-বৈষম্য ঘটিতে দেখা যায় তখন লোকে অন্য দেবতার অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়া তোমারই ভজন করে না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন— ।

অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিগণ প্রপঞ্চাতীত আমাকে সামান্য মনুষ্যাদি জন্ম প্রাপ্ত মনে করে, যেহেতু তাহারা আমার অব্যয় সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপকে অবগত হয় নাই ॥ ৭।২৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—[৪।৩১।১৪]

যথাতরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুরূপে জল-সেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা উপশাখা, পত্র-পুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা-দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে।

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

যেরূপ বৃক্ষের মূলে জল-সেচন করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা ও পত্র-পুষ্পাদি সকলেই প্রফুল্ল থাকে; কিন্তু মূলে সেচন না করিয়া স্কন্ধাদিতে পৃথগ্-পৃথগ্ভাবে জল সেচন করিলে তাহা হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীহরির পূজার দ্বারাই সকলের পূজা হইয়া যায়—সকলেই তৃপ্তি লাভ করেন কিন্তু শ্রীহরির পূজা ব্যতীত পৃথগ্ভাবে অন্যান্য দেবতাদির পূজা দ্বারা তাহা হয় না।

এখন প্রশ্ন—'অসমর্থ' ব্যক্তি না হয় শ্রীহরির পূজাই করুন, তাহাতেই তাঁহার সব হইবে। কিন্তু যাঁহারা সমর্থ বা সক্ষম, তাঁহারা ভগবান্ অচ্যুতেরও পূজা করুন এবং দেবতাদেরও পূজা করুন—ইহাতে দোষ কি? বরং ভালই ত'? এই আশঙ্কা নিরাসার্থ শ্লোকে আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—"প্রাণে অর্থাৎ মুখে আহার দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে, কিন্তু পৃথগ্‌ভাবে সেই সেই ইন্দ্রিয়ে আহার লেপন করিলে ভাল হওয়া ত' দূরের কথা, চক্ষু-কর্ণাদির অন্ধত্ব ও বধিরত্বাদি উৎপাদনহেতু অনিষ্টই হইয়া থাকে, তদ্রূপ অন্যান্য দেবতার পূজার দ্বারা নিষ্ঠার ব্যাঘাত হেতু দোষই হয়। তাই শাস্ত্র বলেন—

ব্রাহ্মণোঽপি মুনির্জ্ঞানী দেবমন্যং ন পূজয়েৎ।
মোহেন কুরুতে যস্তু সদ্যশ্চণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥
সদান্যদেবতাভক্তি ব্রাহ্মণানাং গরীয়সী।
বিদূরয়তি বিপ্রত্বং চণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি॥ (নারদীয় পুরাণ)

"মুনী ও জ্ঞানী-ব্রাহ্মণও অন্য দেবতার পূজা করিবেন না। যিনি মোহবশতঃ অন্য দেবতার পূজা করেন তিনি সদ্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ শ্রীহরি ব্যতীত অন্য দেবতাকে ভক্তি করিলে তাহার ব্রাহ্মণত্ব দূরীভূত হয় এবং তিনি চণ্ডালতুল্য হন।" শাস্ত্র আরও বলেন—

ইতরেষাঞ্চ দেবানাং মনসা যদি পূজনম্।
বিষ্ণুভক্তস্তু কুরুতে হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥ (রুদ্রযামল)

বিষ্ণুভক্ত যদি মনেও অপর দেবতার পূজা করেন তাহা হইলে অপরাধ হেতু তিনি অধঃপতিত হইয়া থাকেন।

শাস্ত্রে আরও বলেন—(ভাঃ ৬।৯।২২)

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥

অচিন্ত্যশক্তিশালী সর্ব্বার্থপ্রদাতা নিজলাভপূর্ণ-প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া যে সকল অজ্ঞ অপর দেবতাদির আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা কুক্কুরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করে মাত্র। কিন্তু গীতায় আবার—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ ৯।২৩॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ৯।২৪॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ ৯।২৫॥

হে কৌন্তেয়! যে সকল ব্যাক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারাও অবিধি-পূর্ব্বক আমারই পূজা করেন। যেহেতু আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু; কিন্তু তাহারা আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে না। অতএব পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। দেবযাজিগণ দেবতাগণকে লাভ করেন, পিতৃব্রতগণ পিতৃলোকে গমন করেন, ভূতপূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন। আর আমার উপাসকগণ আমাকেই লাভ করেন।

শিবাদি দেবতাকে পৃথক্ ঈশ্বরবুদ্ধি না করিয়া বৈষ্ণবরূপে বা ভগবৎ অধিষ্ঠানরূপে সম্মান করিলে অনন্য ভক্তির ব্যাঘাত হয় না।

তাঁহাদিগের নিকট কৃষ্ণভক্তি ভিক্ষা করিতে হইবে. কিন্তু ভগবদ্-প্রাপক বিধি-দ্বারা পূজা না করিলে পুনর্জ্জন্ম রোধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র-পূজা বন্ধ ও বরুণপূজা বন্ধের দ্বারা ঐকান্তিক ভক্তির বিষয়-প্রকাশ করিয়াছেন, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়া যে দেবতার পূজা করা যায় তাঁহারা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া উৎকোচ দিবার পন্থাকে আদর না করিয়া বরং বিশেষভাবে অসন্তুষ্টই হ'ন। কারণ তাঁহারা প্রভুভক্ত আধিকারিক মাত্র, কর্ম্মসচিবের ন্যায় স্ব-স্ব অধিকারগত শক্তিতে কর্ম্মেরই ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাও কৃষ্ণ-ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করিয়া করিতে পারেন না। তাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-কামনা ও কপটতা না থাকায় প্রভুর মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-জনিত প্রভুভক্তের ক্রোধই উদিত হয়। যথা—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি-দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে॥
সূর্য্যের সাক্ষাৎ করি রাজা সত্রাজিৎ।
ভক্তি-বশে সূর্য্য তান হইলা বিদিত॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা, আজ্ঞা-ভঙ্গ-দুঃখে।
দুই ভাই মারা যায়, সূর্য্য দেখে সুখে॥
বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া পায়—সবংশে মরণ॥
হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার॥
লঙ্ঘিয়া' তোমারে গেল সবংশে সংহার।
শিরশ্ছেদি শিব-পুজিয়াও দশানন।
তোমা-লঙ্ঘি' পাইলেক সবংশে মরণ॥

সর্ব্ব-দেবমূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত—সব তোমার কিঙ্কর॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই' সেই দাস তাহারে সংহারে॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি-দেব ভজে।
বৃক্ষমূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯।১৭৬, ১৯৭।২০৪ ॥)

কৃষ্ণ-শূণ্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৮৯)

শরণ্য বিচারে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র শরণ্য। যথা—(ভাঃ ১০।৪৮।২১)

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ
সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥

অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—হে ভগবান্! আপনি ভক্ত-প্রিয়, সত্যবাদী, সুহৃদ ও কৃতজ্ঞ। কোন্ ধীমান্ অপনাভিন্ন অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? আপনি আরাধনশীল সুহৃদের প্রতি সমস্ত কাম্যবিষয় এবং আত্মাকে পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন; আপনার উপচয় বা অপচয় নাই।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২৩)

অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়া, পায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং, কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম্॥

শ্রীউদ্ধব বিদুরকে বলিয়াছিলেন,—অহো! পূতনা অসাধ্বী হইয়াও যাঁহার বধকামনায় স্তনদ্বয়ে বিষলেপনপূর্ব্বক পান করাইয়াও ধাত্রীর ন্যায় পরমাগতি লাভ করিল, তাদৃশ দয়ালু অন্য কে আছে যে, তাঁহার শরণাপন্ন হইব?

উপসংহার—সমস্ত গীতাশাস্ত্র বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শেষে অর্জ্জুনকে উপসংহার বাক্য বলিতেছেন—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ১৮।৫৬ ॥

স্বকর্ম্মসাধন-দ্বারা লভ্য সিদ্ধির উপসংহার করিতেছেন—সর্ব্বদা নিত্যনৈমিত্তিক সকল কর্ম্ম করিয়াও আমার একান্ত আশ্রিত ভক্ত আমার অনুগ্রহে নিত্য অব্যয় ধাম লাভ করেন ॥

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ১৮।৫৭ ॥

অতএব সকল কর্ম্ম, সর্ব্বান্তঃকরণে আমাতে সমর্পণ করিয়া এবং আমাকেই পরমগতি স্থির করিয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আশ্রয়-পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ আমার স্মরণ-পরায়ণ হও ॥ ৫৭ ॥

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ১৮।৫৮ ॥

[অনুক্ষণ ভগবৎস্মৃতির ফল বলিতেছেন -] আমার স্মরণপর হইলে আমার অনুগ্রহে সকল দুস্তর বাধা-বিপদ্ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। আর যদি অহঙ্কারবশতঃ আমার কথা না শুন, তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।

মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ১৮।৫৯ ॥

[বরং মরিব, তথাপি আত্মীয়গণের সঙ্গে যুদ্ধ করিব না—অর্জ্জুনের এইরূপ বিচার সম্বন্ধে বলিতেছেন—। নিজের স্বতন্ত্র-বিচার-রূপ অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া তুমি 'যুদ্ধ করিবে না, বলিয়া যে সঙ্কল্প করিতেছ, তোমার সেই সঙ্কল্প মিথ্যাই হইবে। কারণ, প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার রজোগুণ তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে। ১৮।৫৯ ॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।

কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ১৮।৬০ ॥

হে কৌন্তেয়! মোহবশতঃ তুমি যে কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক. নিজ সহজবৃত্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া অবশেই তোমাকে সেই কার্য্য করিতে হইবে ॥ ১৮।৬০ ॥

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সব্ব'ভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৮।৬০ ॥

[পূব্ব' শ্লোকদ্বয়ে অপরের মত বলিয়া এখন নিজমত বলিতেছেন—] হে অর্জ্জুন! অন্তর্য্যামী ভগবান সকল জীবকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলের ন্যায় পরিচালিত অর্থাৎ বিবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া সর্ব্বজীবের হৃদয়দেশে অবস্থান করিতেছেন। ১৮।৬১ ॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ১৮।৬২॥

[নিজ নিজ স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া সকলের তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—] হে ভারত! তুমি সব্ব'তোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার প্রসাদে পরম-শান্তি ও

নিত্যধান লাভ করিতে পারিবে ॥ ১৮।৬২ ॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।

বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১৮।৬৩ ॥

[সমগ্র গীতার উপদেশের পরিসমাপ্তি করিতেছেন—)

এই প্রকারে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান তোমাকে আমি বলিলাম। ইহা অশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ কর ॥ ১৮।৬৩ ॥

চেতন দুই প্রকার :—স্বতন্ত্রচেতন ও অস্বতন্ত্রচেতন। স্বতন্ত্র-চেতন ঈশ্বরকোটি—শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশপ্রকাশ বিলাস ও অবতারা-বলি, সকলেই মায়াধীশ। শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাসের জন্য বিভিন্ন কায়-ব্যূহ বিস্তার করিয়া বিবিধ প্রকার লীলা বিলাসাদি করেন। তন্মধ্যে কতকগুলি মায়ার সহিত ক্রীড়াশীল এবং কতকগুলি মায়ার সংশ্রবশূন্য। অস্বতন্ত্রচেতন দুই প্রকার এক নিত্যমুক্ত আর নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীবগণ সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ ও শ্রীকৃষ্ণ-সেবাসুখ ভোগ করেন। তাঁহারা ভগবৎপার্ষদ হ'ন। আর নিত্যবদ্ধ—শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্ম্মুখ, নিত্যকাল সংসার সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন। ভয়, শোক, অভাব, ত্রিতাপজ্বালা ইত্যাদি ভোগ করেন। তাঁহাদের নিত্যবদ্ধ বলার উদ্দেশ্য এই যে—কতদিন হইতে তাঁহারা বহির্ম্মুখ হইয়া আছেন, তাহার ঠিক নাই। বহির্ম্মুখ হওয়ার পর হইতে কালের অধীন হইয়াছেন—অনন্ত কোটি কোটি জন্ম সুখ-দুঃখরূপ দুঃখই ভোগ করিয়া মহাপ্রলয়ে কারণোদাকশায়ী-বিষ্ণুর আশ্রয়ে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার ও কর্ম্ম বিজড়িত

থাকে। পুনরায় সৃষ্টির সময় কারণোদশায়ী বিষ্ণুর ঈক্ষণে সৃষ্ট জগতে আসিয়া পুনরায় কর্ম্মফল ভোগ করেন। সংস্কার ও কর্ম্ম অনুযায়ী সেই প্রকার দেহ লাভ করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া কষ্টই ভোগ করিয়া থাকেন। ইহা হইতে অব্যাহতি পাইবার এবং সুখলাভ করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করেন। যে সকল মায়িক উপায় অবলম্বন করেন, তদ্দ্বারা আরও অধিক পরিমাণে বদ্ধ হইয়া যান এবং যতটুকু জ্ঞান, বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহাদ্বারা চিত্ত মলিন হইয়া ভগবৎ প্রকাশ-বাধক আবরণ বৃদ্ধি হয়। যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, তপস্থা, স্বাধ্যায়, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি যতপ্রকার উপায় অবলম্বন করেন, সকলই জড়—স্থূল-সূক্ষ্ম; সুতরাং মায়িক-উপায়ের দ্বারা মায়ামুক্তি সম্ভবপর নহে। আমি জীব—চিৎকণ এবং মায়া আমার পক্ষে হেয়, এই চিন্মাত্র জ্ঞান লাভ করিলেও মায়াকৃত শাসন-রূপ দুঃখ হইতে মুক্তি হয় না। নিজের গুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণদাস্যভাব উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত মায়ামুক্তি সম্ভব হয় না। এই ভাব উদয়ের একমাত্র উপায় গীতায় ঃ—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭।১৪ ॥

অতএব একমাত্র শরণাগতি ব্যতীত মায়ামুক্তি সম্ভবপর নহে। মায়ামুক্তি জীবর নিজ-চেষ্টায় অসম্ভব জানা গেল; এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তিই একমাত্র উপায়। মায়ামুক্তির পর চিৎকণ ক্ষুদ্রজীবে প্রেমানন্দরূপ মহাসমুদ্র অস্বাদন জীবের পক্ষে অসম্ভব, তাহাও জীবের চেষ্টার অতীত।

অতএব সাধন ও সিদ্ধ উভয় অবস্থায়ই শরণাগতিই একমাত্র সম্বল। সাধন অবস্থায় পূর্ব্বাঙ্গ-রূপা ও সিদ্ধ অবস্থায় পরাঙ্গরূপা মায়িক দোষ শূন্য নির্ম্মল হইয়া ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়,—উহাই ভাব ও প্রেমভক্তির একমাত্র উপায় বলিয়াই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। জীবের পক্ষে অন্য কোন প্রকার সাধনই নাই, একমাত্র শরণাগতি ব্যতীত। যথা (ভাঃ ১।৫।১২)—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥

শ্রীনারদ ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন,—নিরুপাধিক বিমল ব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তিরহিত হইলে শোভা পায় না, কি অকাম কর্ম্ম, কি দুঃখদ কর্ম্ম, ভগবানে সমর্পিত না হইলে তৎসমস্তই বৃথা হয়, শোভা পায় না।

বদ্ধজীব ভগবৎচরণে প্রপত্তি লাভ করিতে কিছুতেই চায় না, নিজ স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার জন্য নিজ যোগ্যতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকে। সেই বিশ্বাস যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ নিজ-চেষ্টা ছাড়িয়া প্রপত্তি বা সর্ব্বস্ব অর্পণ করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এজন্য সাধুকৃপাই একমাত্র সম্বল। আবার শরণাগত মানে—নিজচেষ্টা ছাড়িয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকা নহে। 'ভাগ্য থাকে হইবে'—এরূপ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। আত্মবল যত প্রকাশ পাইবে ততই কর্ম্মপ্রসূত ভাগ্যের ক্ষয় হইবে এবং সাধুর ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইবেই;' ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই আত্মবল প্রকাশার্থে একমাত্র শরণাগতিই উপায়। যতক্ষণ শরণাগতি-দ্বারা সাধুসঙ্গ বলক্রমে কর্ম্ম ক্ষয়োন্মুখ

না হয় ততক্ষণ 'শ্রদ্ধা' হয় না জানিতে হইবে। শ্রদ্ধা না হইলে সদুপদেশ লাভের যোগ্যতাও হয় না। সেই শ্রদ্ধা ও শরণাগতির লক্ষণ। অতএব আদি মধ্যে ও অন্তে শরণাগতিই এককাত্র উপায়। সেই শরণাগতি জীবের পক্ষে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য ও সাধন। স্বর্ণসিদ্ধি-লিপ্সুর মত সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে তৎপর হইয়া বিশেষ ব্যাকুলতাব সহিত শরণাগতি সাধন করিতে হইবে। গীতার প্রথম হইতে সমস্তই কেবল শরণাগতির কথাই উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই শরণাগতির পোষণার্থে সাঙ্খ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মসন্ন্যাস-যোগ, ধ্যান-যোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ, তারকব্রহ্ম-যোগ, রাজগুহ্য যোগ, বিভূতি-যোগ, বিশ্বরূপদর্শন-যোগ, ভক্তি-যোগ, প্রকৃতি-পুরুষবিবেক-যোগ, গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ, পুরুষোত্তম-যোগ, দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ, শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ, মোক্ষ বা পরমার্থ-নির্ণয়-যোগ এই অষ্টাদশ প্রকার যোগ কথিত হইয়াছে। প্রত্যেক শ্লোক, বিষয়-বিভাগ, সমস্তই একমাত্র শরণাগতিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ মায়াধীশ, তিনি সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন অতিক্ষুদ্র অংশ জীবকে নিজ আয়ত্বে আনা তাঁহার পক্ষে অতি তুচ্ছকার্য্য হইলেও পূর্ণস্বতন্ত্র সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের অণুশক্তি জীবে সেই পরিমাণ স্বতন্ত্রতা সচ্চি-দানন্দত্ব বর্ত্তমান আছে। জীব জড় নহে—চিৎকণ। চেতনের পক্ষে সেই স্বতন্ত্রতা গায়ের জোরে ধ্বংস করা জীবের পক্ষে মহাসর্ব্বনাশের বিষয়, অতএব পরমকারুণিক, জীবের একমাত্র-

হিতৈষী বন্ধু শ্রীভগবান্ ও ভগবৎভক্ত জীবের প্রতি এই মহাসর্ব্বনাশরূপ স্বতন্ত্রতা ধ্বংস কার্য্যে ব্রতী হ'ন না। তাঁহারা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহাররূপ ভক্তিযোগের উপদেশ, সাহায্য, শক্তি-সঞ্চার ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। ইহাই জীবের পক্ষে পরম-মঙ্গলময় ব্যবস্থা। শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহারকারী ক্ষুদ্র জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নিজে বহু প্রকার মূর্ত্তি ও অবতার গ্রহণ করিয়া তাহাকে পার্ষদত্ব গতি বিধানের জন্য কতই না চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২৯।৬ শ্লোকে—

"নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিংব্যনক্তি॥"

অর্থাৎ "হে ঈশ! তুমি বাহিরে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামি-রূপে দেহিগণের অশুভ বিনাশ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে আপনার গতি প্রদান কর। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তোমার কর্ম্মসমূহ স্মরণ করিতে করিতে আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন এবং ব্রহ্মার ন্যায় পরমায়ুপ্রাপ্ত হইয়াও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন না।"

গীতার উপসংহার শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"হে আমার পরমপ্রিয় জীবগণ! আমাকে বাদ দিয়া তোমার কোন সত্ত্বাই নাই। আমি ব্যতীত তোমার কেহ বন্ধু নাই, ইষ্ট নাই, সাধন নাই, যোগ্যতা নাই, ফল নাই অথচ কেন তুমি নিজে স্বতন্ত্র হইয়া আমা-ব্যতীত অন্য উপায় ও উপেয়ের সন্ধান করিতেছ?

তুমি বদ্ধ হইলেও আমারই প্রিয়। তুমি বদ্ধ অবস্থায় যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাদি করিতেছ, তাহা মূলসহ অর্থাৎ বহিঃ ও অন্তরিন্দ্রিয়গণসহ আমাকেই পরমগতি স্থির করিয়া আমার শরণাপন্ন হও। আমা হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিয়া অপূর্ব্ব প্রেমসম্পদ লাভে বঞ্চিত হইয়া মৎকৃত মায়াদ্বারা শাসিত হইতেছ ও কতই না দুঃখ পাইতেছ। যে দুঃখ কেবল স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার হইতে ফিরাইয়া আমার অমূল্য প্রেমসম্পত্তি প্রদানের জন্য বিহিত হইয়াছে, তাহা তুমি বুঝিতে না পারিয়া আরও অধিকভাবে স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিয়া ক্লিষ্ট হইতেছ। একমাত্র আমাতে শরণাগতি ব্যতীত সেই দুঃখ কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার অন্য উপায় নাই। তোমার নিজকৃত কার্য্যদ্বারা তুমি অধিক-ভাবে কষ্ট পাইতেছ। তাহা শোধন করিয়া তোমারই সুখের জন্য পর্য্যবসিত করিবার জন্য আমাতে অর্পণ করিতে বলিতেছি। আমার শরণাপন্ন হইলে আমার অনুগ্রহে সমস্ত দুস্তর বাধা বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। আর যদি জড়ীয় অহঙ্কার বশতঃ আমাতে শরণাপন্ন না হও, তাহা হইলে সেই কার্য্য, জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়বর্গ তোমাকেই বিভিন্নভাবে কষ্ট দিবে। কারণ—আমার মায়াকৃত গুণ তোমাকে নিজ কর্ম্মফল ভোগের জন্য প্রবৃত্ত করাইবে। আমা হইতে স্বতন্ত্র অভিমান করিলেও আমার মায়ার প্রবল শক্তি ও শাসন হইতে অব্যাহতি পাইবার আর কোন উপায় নাই। আমার অংশা মায়ার সহিত কার্য্যকারী কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী

ও ক্ষীরোদকশায়ী। বহুভাগ্যক্রমে, জীব আমার শরণাগত হইতে পারে। সেই শরণাগতি আনয়নের জন্য আমাতে অপরাধী স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহারকারী আমার ক্ষুদ্র চিৎকণ পতিত জীবগণকে রক্ষা, পালন ও উদ্ধার কল্পে নিযুক্ত করিয়াছে। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু প্রত্যেক অণুচিৎ জীবের সহিত পরমাত্মারূপে বন্ধু, রক্ষক ও পালকরূপে অবস্থিত। আবার সমষ্টি জীবের পালনার্থে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অবস্থিতি। সর্ব্বোপরি কারণোদকশায়ী-বিষ্ণুরূপে সর্ব্ব জীবের রক্ষক, পালক, নিয়ন্ত্রী ও আশ্রয়দাতারূপে মায়িক-জগতে ভ্রাম্যমান জীবগণকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন—নিমিত্ত-কারণরূপে। এবং মহাবিষ্ণু উপাদানকারণরূপে জগৎ কার্য্যের ব্যবস্থাপক। মায়াবদ্ধ জীবের প্রথমেই নিজ হৃদ্দেশেস্থিত প্রাদেশ প্রমাণ পরমাত্মারূপী ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলে সেই মায়াধীশ ঈশ্বর জীবকে মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া শাশ্বত স্থান ও পরাশান্তি প্রদান করেন। শাশ্বত স্থান অর্থাৎ যথায় বহিরঙ্গা আমার প্রভাব নাই, শাসন নাই, দণ্ড নাই, তাপ নাই, দুঃখ নাই, এমত বৈকুণ্ঠ-অযোধ্যা-দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবন ইত্যাদি ; এবং পরাশান্তি বলিতে ইতর বিষয়তৃষ্ণার অভাব, জড়ীয় সুখ আকারে দুঃখ, অবরতা, হেয়তা ও দুঃখপ্রদত্ত ভাবাদি ইতর কামোত্থ বিষয় পিপাসা রহিত ও মুক্তি-পিপাসা পর্য্যন্ত রহিত। অপবর্গ— অর্থাৎ যথায় পতন, ফেনিল-মুখনাভ, বন্ধন, ভয় ও মৃত্যুরূপ 'প'-বর্গের—এই পাঁচটি নাই সেই অপবর্গ। যাহা মন্নিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শান্ত-

দাস্যাসি ভাবের পর পর উপকর্ষের সহিত প্রেম পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হইতে পারিবে। তদুপায়—কেবল সর্ব্বভাবেন শরণাগতি। সুষ্ঠুভাবে অর্থাৎ ইতর জড়ীয় ভাবশূন্য, ভগবানে সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিনী-আবেশযুক্ত শান্ত-দাস্যাদি ভাব সমন্বিত। উহাও শরণাগতিরই প্রকাশ তারতম্য অনুসারে প্রাপ্ত হইবে। শরণাগতির তারতম্য অনুসারে ভগবৎ প্রকাশেরও তারতম্য, প্রাপ্তিরও তারতম্য লক্ষিতব্য। বদ্ধ কারণোদকশায়ীর আশ্রিত অণুচৈতন্য জীবগণও পর্য্যন্ত ঐ শরণাগতি প্রভাবে পরাশান্তি লাভ করিবার যোগ্য হইবে। যাহা নিত্যসন্ধিনী-শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীবলদেব সঙ্কর্ষণাশ্রিত পার্ষদ জীবগণ নিত্য অবস্থিত হইয়া উপভোগ করেন। শরণাগত জাগতিক মানবোচিত ব্যবহারের আরোপে (**Anthropomorphism**) ভোগবাদ সংশ্লিষ্ট, অবর প্রাণীয় ভাব সমূহের আরোপে (**Zoo-morphism**) উদ্ভিজ্জগতের উপাসনায় (**Phytomorphism**) এ যে শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়, অথবা অচেতন পদার্থ প্রস্তরাদিতে চেতনের আরোপ করিবার যে প্রয়াস (**Polyzoism**) এবং জড়জগতের প্রাণের যে আরোপবাদ (**Hylozoism**) দৃষ্ট হয়, তাহার সকলগুলিই 'প্রাকৃত' বলিয়া ঐরূপ কাল্পনিক মতবাদের দ্বারা অবর জগৎ হইতে বরণীয় নিত্য জগতে লইয়া যাইবার প্রথাকে আদর করেন নাই। তথা কথিত সমন্বয় বাদের নামে নিজ কল্পিত ভোগোত্থবাদের তত্ত্বজ্ঞান বিরোধী যিচিত্রতা ধ্বংসকারী মতকেও অজ্ঞান প্রসূত দোষ-যুক্ততা জানিয়া বর্জ্জন করেন এবং 'যত মত, তত পথ'-রূপ বহুধা বিভক্ত

ঐকান্তিক বাধক জড়ীয় কল্পনাপ্রসূত মতবাদকেও আদর করেন না।

গীতার উপসংহার শ্লোক :—"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ১৮।৬২॥ অর্থাৎ—"হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও; তাঁহার প্রসাদে পরা-শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে॥" ইহাতে একমাত্র শরণাগতিই উপদিষ্ট হইয়াছে।

অভ্যাস :—

অভ্যাস অর্থাৎ বারংবার উক্তি। গীতার অভ্যাস দুই প্রকার বিচারে প্রতিষ্ঠিত। অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাব। ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অন্বয়ভাবে কথিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায় ষট্‌ক ও শেষ অধ্যায় ষট্‌ক ব্যতিরেকভাবে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোথাযও 'ভক্তি'-শব্দ, কোথায়ও 'শ্রদ্ধা'-শব্দ, কোথায়ও 'যোগ'-শব্দ, কোথায়ও 'প্রপন্ন'-শব্দ কোথায়ও 'মৎপর'-শব্দ, কোথায়ও 'মচ্চিত্ত' শব্দ, মৎপর, মদপাশ্রয়, উপযান্তি, শরণ, প্রিয় ইত্যাদি শব্দে শরণাগতিকেই লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে। শরণাগতিবাধক অজ্ঞতা নিরসনের জন্য প্রথমে সাঙ্খ্যযোগ কথিত হইয়াছে ইহা নিরীশ্বর কপিলকৃত সাঙ্খ্য যোগ নহে—সম্যক্ খ্যায়তে ইতি—সাঙ্খ্য (প্রকাশার্থে)। মোহ অপনোদন না হইলে শুদ্ধা-শরণাগতি হইতে পারে না। মোহ অর্থাৎ দেহে আত্ম-বুদ্ধি। যে জ্ঞান সম্যক লাভ হইলে,—প্রকাশিত হইলে,—মোহ অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট হয়; তাহাকেই সাঙ্খ্য বলে। তাহা আবার যদি ভক্তির সেবিকাসূত্রে

প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে মোহ অপনোদন করিতে পারে না। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ তপস্যা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত ফলপ্রদান করিতে অক্ষম। সে জন্য সমস্ত শিক্ষার সহিত 'যোগ'-শব্দ কথিত হইয়াছে। এই যোগ-শব্দ 'শরণাগতি'-দ্যোতক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে স্থিতপ্রজ্ঞের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—'প্রজ্ঞা'-শব্দে —প্রকৃষ্ট জ্ঞান। 'স্থিত'-শব্দে—ভগবৎচরণে শরণাপত্তি দ্বারা স্থিত হইয়াছে যাহা। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি কামদ্বারাই চঞ্চল হয়। শরণাগত না হইলে নিজ চেষ্টায় জীব কামনাকে দমন করিতে পারে না। পরমাত্মার আনন্দস্বরূপ দর্শন ও আত্মার স্বরূপ-দর্শন ভগবৎচরণে শরণাপত্তি ব্যতীত সম্ভব নহে এবং শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ ও উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধ তথা সুখ অনুরাগ হইতে বিমুক্তি একমাত্র ভগবৎচরণে শরণাপত্তি দ্বারাই সম্ভব। জড়বিষয়ে স্নেহশূন্য, জড়ীয় শুভাশুভ লাভ ও রাগদ্বেষাদি-দ্বারা বশীভূত না হওয়া—একমাত্র শরণাগত হইয়া ভগবৎ-চরণ-সেবানন্দলাভ-ব্যতীত সম্ভব নহে। ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সংগ্রহ ব্যাপারও কেবল বিষয় হইতে দূরে থাকিলেই সম্ভব হইবে না। —যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পরমাত্মার পরমপ্রিয়ত্বের আস্বাদন না হয়। কারণ প্রক্ষোভক ইন্দ্রিয়সকল মোক্ষার্থ যত্নশীল বিবেকী পুরুষেরও মন বলপূর্ব্বক হরণ করে। তখন বিষয় সকল চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সম্মোহ, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনষ্ট হয়। ইহা হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়

ভগবৎচরণে অর্পণ করিলে সেই আত্মাধীন ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহে চালিত করিয়াও নিগৃহীত-চিত্তবৃত্তি চিত্তপ্রসাদ লাভ করে, চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইলে অবলীলাক্রমে সমস্ত দুঃখ নাশ হয় ও বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে স্থির হয়। তথাপিও স্থিরপ্রজ্ঞগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে, আর অধিক গতি নাই।

তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের কথা কথিত হইয়াছে। কর্ত্তা যাহা করেন,—তাহাই 'কর্ম্ম'। কর্ত্তৃত্ব-অভিমানে যাহা করা যায়, তাহাই 'কর্ম্ম'-শব্দ বাচ্য। কর্ম্মের দ্বারা জীবের বন্ধন হয়। কর্ত্তৃত্বাভিমানে, ফলকামনায় কৃত হওয়ার জন্য শাস্ত্রে যে কর্ম্ম-ত্যাগ বা কর্ম্ম-সন্ন্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কর্ত্তৃত্বাভিমান ও আসক্তিশূন্যতা বুঝিতে হইবে। কারণ কর্ম্মত্যাগ জীবের পক্ষে সম্ভব নহে, কর্ম্মত্যাগ করিয়া সে একমুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না। কারণ শ্বাস-প্রশ্বাসগ্রহণও কর্ম্ম। "কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে নিগৃহীত করিয়া ভগবৎধ্যানচ্ছলে; মনে মনে বিষয়-সকল স্মরণকারী বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিকে কপট-কর্ম্মচারী বলিয়া কথিত হয়॥" ঐ প্রকার কপট কর্ম্মচারী অপেক্ষা ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মচারী শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিষ্ণুর উদ্দিষ্ট কর্ম্ম-সকলের ফল বিষ্ণুকে প্রদান না করিয়া তাহার ফল নিজে ভোগ করিলে চোর হইতে হয়। তাহারা পাপ ভোজনই করেন। যিনি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট অর্থাৎ ভগবৎচরণে শরণাগত তাহার আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না। তথাপি শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ নিকৃষ্টব্যক্তিগণের আদর্শ-স্বরূপে কর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। কারণ—"অজ্ঞ কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিদের

বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে নাই। পরন্তু স্বয়ং আচরণ-পূর্ব্বক অজ্ঞদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, নচেং প্রকৃতির গুণ তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবেই করাইবে। তাহাতেও তাহারা অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া 'আমি কর্ত্তা, এইরূপ মনে করে। এজন্য কর্ম্মনিবৃত্ত না করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান যাহাতে নষ্ট হয়, তাহাই তাহার পক্ষে মঙ্গলের হেতু।" "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" (ভাঃ ১১।২০।৯) অর্থাৎ— 'যতদিন পর্য্যন্ত ভগবান্ ও ভগবৎ ভক্তের কৃপায় ভগবৎ কথায় রুচি উৎপাদন না হয়, বা নির্ব্বেদ উপস্থিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার কর্ম্ম করাই উচিত, কারণ অধিকার লঙ্ঘন করিলে মঙ্গল লাভ হয় না।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ গীঃ ৩।৩৫॥

অর্থাৎ—'উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিধনও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়ঙ্কর!" এখানে শব্দের অধিকার নিষ্ঠাগত। এই কর্ম্মযোগ কি প্রকারে শুদ্ধ হইতে পারে, তাহা—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ গীঃ ৯।২৭॥

"হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম কর, যাহা কিছু দ্রব্য আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা কিছু তপস্যা-ব্রতাদি কর, তৎসমস্তই আমাতে সমর্পণ কর।" অর্থাৎ— শরণাগতি তৎসমুদয় দ্বারাই শুদ্ধ হয় এবং "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি

সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ॥ ৩।৩০ ॥ শ্লোকে (সংন্যস্য) 'সমর্পণ'-শব্দ দ্বারা শরণাগতিকেই লক্ষ্য করিতেছে। চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞান যোগকথিত হইয়াছে। ইহাতেও—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ গীঃ ৪।১০ ॥

অর্থাৎ—"আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য হইয়া আমাতে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাপন্ন অনেক মহাত্মা জ্ঞানে ও তপস্যায় পবিত্র হইয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" অর্থাৎ—'মামুপাশ্রিতাঃ' "আমার শরণাগতি দ্বারা"—শরণাগতিই কথিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৪ ৩৯ ॥

সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন এবং তদ্দ্বারা অচিরেই মোক্ষরূপ পরাশান্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৩৯ ॥ ইহাতে শ্রদ্ধাবান্ শব্দের দ্বারা শরণাগতিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ গী ঃ ৪।৪১॥

হে ধনঞ্জয়! যিনি নিষ্কাম-কর্ম্মযোগদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরকে অর্পণ করেন, জ্ঞানদ্বারা সংশয় নাশ করেন এবং অপ্রমত্ত হ'ন, তাঁহাকে কোন কর্ম্মই বদ্ধ করে না। ইহাতেও পরমেশ্বরে অর্পণরূপ শরণাগতিকেই লক্ষ্য করিতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ কথিত হইয়াছে।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ (গীঃ ৪।১৬) ॥

পরমেশ্বরেই যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাঁহাতেই যাঁহাদের মন, তাঁহাতেই যাঁহাদের নিষ্ঠা, তিনিই যাঁহাদের পরম আশ্রয় এবং জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের পাপ বিধৌত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিগণ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। আশ্রয়, পরমাশ্রয়, নিষ্ঠা ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা শরণাগতিকেই লক্ষ্য করিতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগ কথিত হইয়াছে। তাহার উপসংহারেও—যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ (গী ৬।৪৭) ॥

যিনি আমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজন করেন, তিনি সকল প্রকার যোগিগণের মধ্যে যুক্ততম; অর্থাৎ—শ্রদ্ধালু শ্রেষ্ঠ, ইহাই কৃষ্ণের অভিমত। শ্রদ্ধার লক্ষণই শবণাগতি, অতএব ইহাতে শরণাগতিরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে।

সপ্তম হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত অধ্যায় ষট্‌কে শরণাগতি ও ভক্তির মাহাত্ম্য পূর্ণভাবে অন্বয়মুখে কথিত হইয়াছে। এয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-যোগ কথিত হইয়াছে।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।

মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ (গীঃ/১৩।১৯) ॥

উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে বলিলাম। আমার ভক্ত এতৎ সমস্ত অবগত হইয়া ব্রহ্মত্ব বা প্রেমভক্তিলাভের যোগ্য হন॥ 'মদ্ভক্ত'—শব্দে—শরণাগতিকেই লক্ষ্য

করিতেছে। শরণাগত্যের দ্বারাই এই জ্ঞান লাভ হয়। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণত্রয় বিভাগ-যোগ কথিত হইয়াছে।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ (গীঃ/১৪।২৬)॥

যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে আমাকেই সেবা করেন, তিনি এই গুণসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম-ভাবের (ব্রহ্মানুভূতির) যোগ্য হন॥ "অব্যভিচারী ভক্তিযোগ" ভক্ত ও ভগবানের কৃপায় শরণাগতেরই লক্ষ্য, অতএব শরণাগতই গুণত্রয় অতিক্রম করিতে সক্ষম। পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরোষোত্তম-যোগ কথিত হইয়াছে।

ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নির্ত্তন্তি ভূয়ঃ।

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যেম, যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥

১৫।৪ ॥

ভগবৎ পদ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আর পুনরাবর্ত্তন করেন না। যাঁহা হইতে এই চিরন্তন সংসার-প্রবাহ প্রসারিত, সেই আদি-পুরুষেরই প্রপন্ন হইতেছি। "প্রপন্ন হইতেছি"-শব্দে শরণাগতিকেই লক্ষ্য করিতেছে। ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাসুর-সম্পদবিভাগযোগ কথিত হইয়াছে।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

১৬।২৪ ॥

অতএব কার্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ (নির্ণায়ক); এই কর্ত্তব্য-বিষয়ে শাস্ত্র-বিধানে নির্দিষ্ট কর্ম্ম

অবগত হইয়া তাহা করা উচিত ॥ এই শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস এবং শাস্ত্র অনুযায়ী জীবন যাপন করা শরণাগতিরই লক্ষণ। সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রদ্ধারই প্রকার ভেদ কথিত হইয়াছে, তাহা শরণাগতিই। অষ্টাদয় অধ্যায়ে মোক্ষযোগ কথিত হইয়াছে—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ (গীঃ/১৮।৫৬) ॥
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ (গীঃ ১৮।৫৭) ॥

সর্ব্বদা নিত্যনৈমিত্তিক সকল কর্ম্ম করিয়াও আমার একান্ত আশ্রিত ভক্ত আমার অনুগ্রহে নিত্য অব্যয় ধাম লাভ করেন। অতএব সকল কর্ম্ম সর্ব্বান্তঃকরণে আমাতে সমর্পণ করিয়া এবং আমাকেই পরমগতি স্থির করিয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ আমার স্মরণ পরায়ণ হও।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে সর্ব্বত্রই শরণাগতির বিষয় কথিত হইয়াছে, ইহাই অভ্যাস লক্ষণে প্রকাশিত হইল।

অপূর্ব্বতা-ফল

অপূর্ব্বতা শব্দে—অন্যের সহিত যাহা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, তাহা ফলের দ্বারাই প্রকাশ সুষ্ঠুতার অবগতি হওয়া যায়। প্রত্যেক যোগের যে ফল তাহা Comparative Study বা তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা বিচার করিলে তন্মধ্যে যাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই অপূর্ব্বত্ব সুষ্ঠুভাবে জ্ঞাত হওয়া যায়। সাংখ্যযোগের ফল "শোক নষ্ট

হওয়া" এবং আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ,—তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। তদপেক্ষা কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়া কর্ম্মযোগদ্বারা "কর্ম্মবন্ধন-ত্যাগরূপ ফল" বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে তদপেক্ষা জ্ঞাননিষ্ঠার শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া তাহার ফল "ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

তদপেক্ষা কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়া তাহার ফলে "কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং কামরূপ শত্রুকে বিনাশ করা যায়।" জ্ঞানযোগ-কথনে তাহার ফল "মোক্ষরূপ পরাশান্তি" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার ফল "ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ"। তৎপরে ধ্যানযোগ কথিত হইয়াছে, তাহার ফল সমাধি"। সমাধির ফল 'ব্রহ্মসাক্ষাৎকার', এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কর্ম্মী, জ্ঞানী ও তপো-নিষ্ঠগণের ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ গীঃ ৬।৪৭ ॥

যিনি আমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজন করেন, তিনি সকলপ্রকার যোগিগণের মধ্যে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত। অর্থাৎ সকল পূর্ব্ববর্ণিত সমস্ত যোগের শ্রেষ্ঠ ফল অপেক্ষা "শ্রদ্ধাবান অর্থাৎ শরণাগতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া ভগবান্ নিজেই মীমাংসা করিলেন"।

জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ, তারকব্রহ্ম যোগ, রাজগুহ্যযোগ, বিভূতি-যোগ, বিশ্বরূপদর্শনযোগ, ভক্তিযোগ—এই অধ্যায়গুলিতে "শরণাগতি-ভক্তির ফলই শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হইয়াছে।" প্রকৃতি-পুরুষ-

বিবেক যোগের ফলস্বরূপ পরমপদলাভ নির্ণয় করিয়াছেন।

পুরুষোত্তম-যোগে গুণত্রয়-বিভাগ অতগত হইয়া তাহা হইতে অতিক্রম লাভ করিলে "অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়।" পুরুষোত্তম-যোগ কথনে শ্রীভগবান্‌কেই একমাত্র পুরুষোত্তম জানিয়া সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়। যিনি সর্ব্বজ্ঞ হ'ন, তিনি জ্ঞানী ও কৃতার্থ হ'ন এবং সর্ব্বতোভাবে ভগবানের ভজন করেন। দৈবা-সুরসম্পত্তি-বিভাগ যোগ তদ্‌জ্ঞাতার নরকদ্বার হইতে বিশেষভাবে মুক্ত হইয়া শ্রেয়-সাধন করেন এবং তাহা দ্বারা "পরমগতি বা মুক্তিলাভ" করেন। গীঃ।১৬।২২।

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগে শ্রদ্ধা বা শরণাগতির কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ গীঃ।১৮।৫৪ ॥

ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কিছুরই জন্য শোকও করেন না, (এবং) কিছুরই কামনাও করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া আমাতে পরা-ভক্তি (প্রেম-ভক্তি) লাভ করেন ॥ ফলশ্রুতিতেও বলিতেছেন—

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ গীঃ।১৮।৬৭ ॥

গীতার এই সারতত্ত্ব তুমি কখনও কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান-হীন" "অভক্ত", "অশুশ্রূষু" ও "আমার অসূয়াকারী" ব্যক্তিকে উপদেশ করিবে না।

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ গীঃ।১৮।৬৮ ॥

যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুহ্য এই তত্ত্ব আমার ভক্তগণমধ্যে কীর্ত্তন করিবেন, তিনি আমাতে পরাভক্তি করিয়া সংশয়মুক্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ গীঃ।১৮।৬৯ ॥

মনুষ্যগণমধ্যে তাঁহা অপেক্ষা কেহ আমার অধিক প্রিয়কারী হইবে না এবং পৃথিবীতে তাঁহা অপেক্ষা অপর কেহ আমার প্রিয়তরও হইবে না।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞের তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ গীঃ।১৮।৭০ ॥

যিনি আমাদের এই ধর্ম্মালাপ অধ্যয়ন করিবেন, আমি (তাঁহার) সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আরাধিত হইব, ইহা আমার মত।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃনুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ গীঃ।১৮।৭১ ॥

শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াহীন যে লোক ইহা শ্রবণও করেন, তিনিও মুক্ত হইয়া পূণ্যকর্ম্মীদিগের প্রাপ্য পুণ্য ধামসকল লাভ করিতে পারেন ॥ গীঃ।১৮।৭১ ॥

অতএব "শ্রদ্ধা" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা শরণাগতির অপূর্ব্বফলত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা-মাহাত্ম্যম

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্।
বিষ্ণোঃ পরমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জ্জিতঃ ॥ ১ ॥

গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্ব্বজন্মকৃতানি চ ॥ ২ ॥
মলনির্ম্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্ গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥ ৩ ॥
গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥ ৪ ॥
ভারতামৃতসর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্‌বিনিঃসৃতম্।
গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৫ ॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৬ ॥
একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকী-পুত্র এব;
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্ম্মাপ্যেকং তস্য
দেবস্য সেবা ॥ ৭ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা মাহাত্ম্যের পঠনদ্বারা শোক-ভয়াদি বর্জ্জিত বিষ্ণুপদ লাভ হয়। অধ্যয়নকারীর পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ নষ্ট হয়। একবার গীতা পাঠ করিলে সংসারমল নষ্ট হয়। ইহা অন্য শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভগবানের মুখনিঃসৃত গীতা শ্রবণে পুনর্জন্ম হয় না। ইহা সর্ব্বোপনিষদ্‌রূপ গাভীর দুগ্ধ মহদামৃত। সুধী অর্থাৎ সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই অমৃত পান করেন।

অর্থবাদ বা প্রশংসাবাক্য

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার প্রত্যেক যোগেই প্রশংসাবাক্য দিয়াছেন। কিন্তু তটস্থ হইয়া তুলনামূলক বিচারে ইহার তারতম্য

বুঝিতে হইবে। জগতে বহু প্রকার জীবের মধ্যে মনুষ্য জাতিই শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহারা তারতম্য বিচার করিয়া শ্রেষ্ঠবস্তুর নির্দ্ধারণ ও শ্রেষ্ঠবিচার করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। তন্মধ্যে যাঁহারা অপরাধ ও পাপের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া জড় হইয়াছেন, তাঁহাদের বিচার ও বুদ্ধি জড়বৎ, তাহারা জড়ভোগেই আসক্ত থাকে। তাহাদের জন্য অতি নিম্নতম স্তরের কথা যাহা সরল ভাষায় জড়ীয় পার্থিব সহজ উপদেশচ্ছলে কথিত হইয়াছে, অল্পমেধা অপরাধী হতভাগা জীবের তাহাতেই রুচি হয়। তাহারা অধিকাংশ Materialistic পার্থিব বিচারে আবদ্ধ হইয়া তাহাতেই পরিতুষ্ট হয়। তদপেক্ষা বুদ্ধিমান ও কিঞ্চিৎ পুণ্যশীল-ব্যক্তি তাহাতে আবদ্ধ না থাকিয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুর অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা একটু বিচার-শীল ও সূক্ষ্মতত্ত্বে বিচরণ করেন; তাঁহারাও দুর্ভাগা। সকলেই নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণরূপ ভোগের সন্ধানেই ব্যস্ত; ইহা মায়ারই প্রভাব! মায়াদ্বারা মুগ্ধ হইয়া কামনায় হতজ্ঞান হয়। তখন কামনা-পূরণের জন্য নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণপর শাস্ত্রবিচার ও পথ আশ্রয় করিয়া বহুপন্থা অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে নৈতিক মতকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। কারণ তন্মধ্যে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণপর কথার মধুপুষ্পিতবাক্য বিরাজমান, অথবা মুক্তিকামনারূপ নিজ সূক্ষ্মভোগ-বিচার বর্ত্তমান। তাহাতে ভগবৎ-সুখানুসন্ধান স্পৃহা না থাকায় মহা অমঙ্গলপ্রদ। এমন কি বেদবিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালিত হইলেও যদি ভগবৎ-সুখানুসন্ধানস্পৃহাপর না হয়, তাহাও নরক-গমনের রাস্তা। তথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।

স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্‌সেন কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥" (ভাঃ ১।২।৭)

লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও যদি তদ্দ্বারা হরি-কথায় রতি না জন্মে, তবে সেই ধর্ম্মাচরণ বৃথাশ্রম মাত্র।

(ভাঃ ১।৫।১২)

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥

যখন ফলবাসনাশূন্য নিষ্কামকর্ম্ম, এমন কি নিরুপাধিক বিমল-ব্রহ্মজ্ঞানও শ্রীভগবৎ অর্পিত না হইলে শোভা পায় না তখন সকাম কর্ম্মাদির ও অন্যান্য সমস্ত সাধনই যে দুঃখ প্রদান করিবে তাহাতে আর কথা কি? এ সম্বন্ধে গৌর-কৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষায়ঃ—

অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ

কথা মুক্তিব্যাঘ্রা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।

অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং

ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ্ কৃত ইহার পদ্যানুবাদ—

কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন, 'অসদ্বার্ত্তা' বলি' জান

সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।

শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া মতি, জীবের দুর্ল্লভ অতি,

সেই বেশ্যা মতি লয় হরি' ॥

শুন, মন, বলি হে তোমায়।

'মুক্তি'-নামে শার্দ্দূলিনী, তা'র কথা যদি শুনি,
সর্ব্বাত্ম-সম্পত্তি গিলি' খায় ॥
তদ্ভয় ত্যাগ কর, মুক্তিকথা পরিহর,
লক্ষ্মীপতি-রতি রাখ দূরে।
সে রতি প্রবল হ'লে, পরব্যোমে দেয় ফেলে";
নাহি দেয় বাস ব্রজপুরে ॥
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-রতি, অমূল্য ধনদ অতি,
তাই তুমি ভজ চিরদিন।
রূপ-রঘুনাথ পায়, সেই রতি-প্রার্থনায়,
এ ভক্তিবিনোদ দীনহীন ॥

কৃষ্ণ সুখানুসন্ধানপর অপ্রাকৃত কৃষ্ণবার্ত্তা ব্যতীত মায়ার ত্রিগুণ-মিশ্রা সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞানের উপদেশও অসদ্বার্ত্তা। ভোগোন্মত্ত ব্যক্তির তাহা যতই আনন্দদায়িণী এবং লোভবিস্তারিণী ও ইন্দ্রিয়-তর্পণ-কারিণী ভাবের দ্বারা পূর্ণ থাকুক না কেন, তাহা বেশ্যার ন্যায় অতি ভয়ঙ্করী। কারণ—বেশ্যা যেমন লম্পট ব্যক্তির অর্থ, সর্ব্বস্ব হরণ করে, অসদ্বার্ত্তাও তদ্রূপ ভজনশীল পুরুষের সর্ব্বস্বধন যে পরমার্থ-মতি, তাহাই হরণ করে। অনিত্য বস্তুর আলোচনা ও সম্বন্ধ সমস্তই অসৎ। ক্ষুদ্রার্থপ্রদ ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি আদির সন্ধানপ্রদ শাস্ত্র-আলোচনা, তথা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-পন্থা, অর্থ-পিপাসা স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গী-জনসঙ্গ ইত্যাদি অসদ্‌বিষয়। তদ্বিষয়ে সাভিলাষ অনুশীলনের নাম 'বার্ত্তা।' ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধির পথে স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ীয় মায়ার প্রলোভন থাকায় উহাও অসৎ। মুক্তিকে সর্ব্বাত্মগিলনী ব্যাঘ্রী বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। গীতার সাঙ্খ্যযোগের দ্বারা আত্মার

সাক্ষাৎকার হয়। বিশুদ্ধ বুদ্ধিযোগদ্বারা কর্ম্মবন্ধন সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করা যায়। বেদের অর্থবাদে রত কাম্যকর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী স্বর্গপ্রার্থী জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদ ক্রিয়াবাহুল্যদ্বারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সুখলাভে সাধনীভূত আপাত মনোরম শ্রবণরমণীয় (পরিনামে বিষময়) পুষ্পিত-বাক্যে অনুরক্ত হইয়া আসক্ত হয়। তাহাদের পক্ষে সমাধিদ্বারা উক্ত বিচারসমূহ শুদ্ধ হয়। সমাধিদ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ হইলে তাহাদের মঙ্গল লাভ সম্ভব। সেই স্থিতপ্রজ্ঞের ফলে ব্রহ্মজ্ঞান-নিষ্ঠার-দ্বারা ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়,—ইহাই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের তাৎপর্য্য। আবার এই ব্রহ্মনির্ব্বাণ চেতন জীবের সম্ভব নহে, কারণ চেতন কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। ব্রহ্মোপলব্ধি, এমন কি ব্রহ্মালয়-গতিও ভান মাত্র। 'তদ্ আলোচনায় সুখ পাইয়াছি' বলিয়া যে মনে হয়, তাহা দণ্ড্যজীবের আত্মহত্যা-সুখবৎ। ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিও ভক্তগণ নরকের ন্যায় ঘৃণা করেন। তদপেক্ষা সর্ব্ব-মায়িকদোষবর্জ্জিত শুদ্ধ নির্ম্মল বৈকুণ্ঠতত্ত্বে যে লক্ষ্মীপতি-রতির কথা, তাহাও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত থাকায় আদরণীয় নহে। কেন না, সে রতি প্রবল হইলে জীবের যে চরম—'রাধাকৃষ্ণ ব্রজপ্রেম—অতি অমূল্যনিধি,' তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া পরব্যোমে অধঃ-পাতিত করে। তৎপর অন্যান্য যোগে যে ফলশ্রুতি এবং অর্থবাদ কথিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই মোক্ষপ্রাপ্তি-কারক, কর্ম্মবন্ধ-নাশক ও শান্তিপ্রাপক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি ভগবদ্দর্শন এবং ভগবৎপ্রাপ্তিও জীবের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল-দায়ক নহে। শ্রীভগবৎ-সুখানুসন্ধান-স্পৃহাই সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি-সাধক। তদ্দ্বারা অজিত ভগবান্ বশীভূত হইয়া যা'ন।

ভগবান্‌কে বশীভূত করিতে পারে, যে এমন পন্থা—তাহাই জীবের পক্ষে সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদ, তাহাই সর্ব্বসাধন এবং সিদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রীভগবান্ যেখানে নিজে 'বশীভূত হইয়া যাই' —বলিয়াছেন তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থবাদ বা প্রশংসাবাদ বলিয়া জানিতে হইবে। গীতার উপসংহার-বাক্য সর্ব্বগুহ্যতম বলিতেছেন, যথা—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ গীঃ ১৮।৬৫ ॥

মন্মনা শব্দে স্মরণ-প্রধান রাগভক্তিকে লক্ষ্য করিতেছেন: তদ্দারাই ভগবান্ বশীভূত হ'ন। তাহা হ্লাদিনীর আবেশ ব্যতীত অসম্ভব। হ্লাদিনীর আবেশ হইলে অভিনিবেশ হয়, সেই অভিনিবেশ চারি প্রকার—"কামাৎ, দ্বেষাৎ, ভয়াৎ, স্নেহাৎ"। দ্বেষ ও ভয়-দ্বারা ভগবৎ প্রতিকূল-বিচারে অভিনিবেশ হইলেও ভক্তির বিরুদ্ধ হওয়ায় তদ্দারা ভগবান্ বশীভূত হ'ন না। তথাপি শ্রীভগবানে অভিনিবেশ হওয়ার জন্য "স্বৈশ্বর্য্যাতরা-রূপ অবান্তর ফলরূপ লাভ হয়: কিন্তু অভিনিবেশ না হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। একমাত্র "কামাৎ" অর্থাৎ মধুর প্রেমের, 'স্নেহাৎ' অর্থাৎ দাস্য-সখ্য বাৎসল্য-রূপ সম্বন্ধের যে অভিনিবেশ, তদ্দারাই শ্রীভগবান বশীভূত হন। এবং অভিনিবেশ-যুক্ত ভাবভক্ত এবং সাধক-ভক্তগণের নমস্কাররূপ শরণাগতি লক্ষিতব্য। শরণাগত হইলে সেই হ্লাদিনীর আবেশ সম্ভব। নচেৎ কোটি কোটি সাধনের দ্বারাও ভগবৎ-বশীকরণী-বৃত্তির আবির্ভাব অসম্ভব। সেই উপায়ের স্বরূপ—শরণাগতির কথাই গীতাশাস্ত্রে বার বার প্রশংসাবাক্যে

নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

উপপত্তি

উপপত্তি শব্দে—সঙ্গতি, সিদ্ধি বা প্রাপ্তি বুঝায়। এই গীতাশাস্ত্রে জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাই উপপত্তিতে আলোচ্য। তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে শ্রীভগবান্ অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে তাহা বর্ণন করিয়াছেন। গীঃ ১৮।৬২ শ্লোকে উপসংহার বাক্যে যে ঈশ্বরে শরণাগতির ফলস্বরূপ শাশ্বত-স্থান ও পরা-শান্তি-প্রাপ্তি ; সেই ঈশ্বর আমার কৃষ্ণের অংশ—"পরমাত্মা"। তাঁহাতে শরণাপত্তির ফলে উক্ত স্থান ও পরাশান্তি-লাভরূপ উপপত্তি বর্ণন করিলেন। তৎপূর্ব্বে অর্জ্জুনের দৈন্যাবস্থা দর্শনে দয়াদ্র´চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ আরও একটু অধিক প্রাপ্তির কথা বলিলেন—"তুমিআমার ইষ্ট ও প্রিয় বলিয়া শরণাপত্তিদ্বারা যে পূর্ব্ব´বর্ণিত বৈকুণ্ঠধাম ও পরাশান্তি—যাহা আমার অংশে অর্থাৎ তৎপূর্ব্ব´শ্লোকে বর্ণিত 'পরমাত্মারূপী ঈশ্বরের' কথা যে বলা হইয়াছে, তাঁহার কৃপায় লাভ করিতে পারিবে, তাহা অপেক্ষাও তোমাকে পুনঃ অধিক প্রাপ্তির কথা বলিতেছি—তাহা 'সর্ব্ব´গুহ্যতম। তাহা কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—গীঃ ১৮।৬৫—"মন্মনা ভব, মদ্ভক্তো" ইত্যাদি অর্থাৎ আমার পরমাত্মা স্বরূপের মাত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের ভক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত হইয়া, তোমার সম্মুখে প্রতীয়মান আমাকেই চিত্ত অর্পণ কর ; জ্ঞানী-যোগীর ন্যায় নহে। "মন্মনা" শব্দে রাগভক্তিকে উদ্দেশ করিতেছেন। তাহা অতি সুদুল্ল´ভত্ব প্রযুক্ত যদি তাহাতে অক্ষম হও, তবে মদ্ভক্ত অর্থাৎবৈধীভক্তি যাজন কর। শ্রবণ, কীর্ত্তন, মন্মুর্ত্তি-দর্শন, মন্মন্দির-মার্জ্জন-লেপনাদি, পুষ্পাহরণাদি সর্ব্বে´ন্দ্রিয়ে আমার ভজন

কর, তাহাতেও অক্ষম হইলে "মদ্‌যাজী ভব" অর্থাৎ আমার অর্চ্চন কর। তাহাতেও অক্ষম হইলে আমার কৃষ্ণ-স্বরূপে "নমস্কার কর" অর্থাৎ আত্মসমর্পণ কর বা শরণাগত হও। তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে—ইহা আমার প্রতিজ্ঞা। উক্ত বিধানের মধ্যে যে কোন একটি বা সমস্তগুলিকেই আশ্রয় করিলে আমাকে পাইবে। আমার শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে উপরোক্ত আশ্রয়ে নারায়ণের 'ধাম' অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর 'শ্রীকৃষ্ণ-ধাম ও 'পরাশান্তি'-শব্দে নিখিল ক্লেশ-বিশ্লেষ-লক্ষণ মাত্র নহে, পরন্তু 'কৃষ্ণপ্রেম' পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবে। তাহা কোন স্বরূপের? তদুত্তরে—শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের অর্থাৎ তোমাকে পূর্ব্বদর্শিত বিশ্বরূপ-স্বরূপের নহে, পরন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎস্বরূপ যে কৃষ্ণরূপ, তাঁহার এবং তদ্ধাম ও তৎপ্রেম।

গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপরমতত্ত্ব সিদ্ধ হইলেও তাঁহার কোন্ স্বরূপটি শ্রেষ্ঠ? শ্রীগীতায় শ্রীঅর্জ্জুনের নিকট নিত্য-প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভূজরূপ এবং সাময়িকভাবে প্রকাশিত বিশ্বরূপ ও চতুর্ভুজ-রূপের কথা পাওয়া যায়। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ শ্রীগীতার বাক্যদ্বারাই দেখাইয়াছেন যে—"বিশ্বরূপ তাঁহার পরম স্বরূপ নহে, বিশ্বরূপটি শ্রীকৃষ্ণরূপের অধীন; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছামাত্রই উক্তরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন" (শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ ৮২ অনু)। বিশ্বরূপটি—'সহস্রশীর্ষা পুরুষ,' ইত্যাদি পুরুষ-সূক্ত'-কথিত দেবলীলা পুরুষাবতারের রূপ; ইহা সচ্চিদানন্দময় হইলেও স্বাংশের মহান্ উগ্ররূপ; আর নরাকার মধুরৈশ্বর্য্যময় চতুর্ভুজ-রূপটি স্বকীয়রূপ হইলেও মহামাধুর্য্যময় সৌম্য দ্বিভুজ নররূপই—মূলস্বরূপ। শ্রীগীতায় ১১৫০ শ্রীসঞ্জয় বলিতেছেন—'স্বকং রূপংদর্শয়া-

মাস ভূয়ঃ' অর্থাৎ—তিনি পুনরায় স্বকীয়রূপ দেখাইলেন। এইস্থানে নরাকার-চতুর্ভুজ রূপকেই স্বকীয়রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই জন্য বিশ্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। অতএব পরমভক্ত শ্রীঅর্জ্জুনের বিশ্বরূপটি অভীষ্ট নহে। শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়-রূপই অভীষ্ট। বিশ্বরূপে দর্শন করিয়া শ্রীঅর্জ্জুন বলিয়াছেন—"যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, এই প্রকার রূপ দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে—এই বাক্যে বিশ্বরূপ দর্শনে যে শ্রীঅর্জ্জুনের অভিরুচি নাই, তাহা জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার "বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার জন্য শ্রীঅর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছিলেন। সুতরাং দিব্যদৃষ্টির দ্বারা যেরূপ দেখা গিয়াছিল, সেই বিশ্বরূপের মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই অধিক"—যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহাদের উক্তি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তসম্মত নহে। নরাকৃতি পরব্রহ্ম—প্রাকৃত দৃষ্টির অগোচর। ভগবচ্ছক্তি-বিশেষময়ী দৃষ্টির দ্বারাই একমাত্র তাহা দর্শন করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মোক্তি (ভাঃ ১০।১৪।১৮) হইতে জানা যায়, নরাকৃতি-পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বিশ্বরূপ-স্রষ্টা বহু চতুর্ভুজরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং পরে সকলেই তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীনৃগ মহারাজও শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—(১০।৬৪।২৬) হে বিভো! আপনি সেই পরমাত্মা যাঁহাকে পরম ভক্তগণ শ্রুতি-চক্ষু-দ্বারা হৃদয়ে চিন্তা করেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়,—সেই আপনি আমার নয়নগোচর হইলেন! গীতায়ও (১৪।২৭) শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে "ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা" ও (গীঃ ৭।২৫)—"আমি যোগমায়া

সমাবৃত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশিত হই না।" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, 'নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই সর্ব্বপরতত্ত্ব'। শ্রীকৃষ্ণকে কেহ প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতে পারে না। শ্রীঅর্জ্জুন সেই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে সথারূপে যে চক্ষুর দ্বারা নিত্য দর্শন করেন, সেই দর্শনেন্দ্রিয় নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত; তবে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক শ্রীঅর্জ্জুনের যে দিব্যচক্ষু-দানের কথা শুনা যায়, তাহার তাৎপর্য্য এই,—নরাকৃতি পরব্রহ্ম যাহা সর্ব্ব-পরতত্ত্ব, সেই অপ্রাকৃত নিত্যরূপ-দর্শনের উপযোগী যে নিত্য স্বাভাবিক শ্রীঅর্জ্জুনের দৃষ্টি, তাহা হইতে দেববপু অর্থাৎ বিশ্বরূপ-দর্শনের উপযোগী দৃষ্টি পৃথক্। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনের স্বাভাবিক দৃষ্টিকে আবৃত করিয়া দেববপুদর্শনের উপযোগী চক্ষু দিয়াছিলেন —ইহাই দিব্য-চক্ষু-দান। শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীপাদ বলেন যে,—"শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে দেববপু-দর্শনের উপযোগী গুণময় (প্রাকৃত) দিব্যদৃষ্টি দান করিলেও দিব্য মন (দেবতাগণের ন্যায় মন, তাহাও গুণময়) প্রদান না করায় (প্রাকৃত) দিব্য দৃষ্টিলাভ সত্ত্বেও অর্জ্জুনের মনে বিশ্বরূপ দর্শনে রুচি হয় নাই।" "নরাকৃতি পরব্রহ্ম-দর্শনে দেবতাগণও সমর্থ নহেন—ইহা বিশ্বরূপ-দর্শন-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। যথা– গীঃ ১১।৪৮ "হে অর্জ্জুন ! তুমি যে রূপ দর্শন করিলে তাহার দর্শন লাভ অতি দুর্ঘট; দেবতাগণও এই রূপ দর্শন করিবার জন্য সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষাযুক্ত।" ইহার পরে বলিয়াছেন যে গীঃ ১১ ৫৪) "হে অর্জ্জুন ! অনন্যাভক্তি-দ্বারাই এই রূপ আমাকে যথার্থরূপে জানিতে, প্রত্যক্ষ করিতে ও আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।" সংশয় হইতে পারে আমার যে রূপ দেখিলে,

উহার দর্শন অতীব ক্লেশেও অসাধ্য' (গীঃ ১১।৫২)—এই বাক্যটি বিশ্ব-রূপ-দর্শন সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে; বস্তুতঃ তাহা নহে, কারণ ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীঅর্জ্জুনের বাক্য (গীঃ ১১।৫১)—'হেজনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষ্যরূপ দর্শন করিয়া আমি সম্প্রতি প্রকৃতিস্থ, প্রসন্নচিত্ত ও সচেতা হইলাম।' পরেই শ্রীঅর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজ-রূপ প্রদর্শন করিবার পরেই শ্রীঅর্জ্জুন তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। এবং ইহার অব্যবহিত পরেই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—যে, "তাঁহার ঐ মানুষরূপ অত্যন্ত দুর্ল্লভ; একমাত্র অনন্যভক্তির দ্বারা তাহা দর্শন করা যায়। সেই নরাকৃতি-পরব্রহ্ম রূপ দেবগণের নিকটও দুর্ল্লভ, তাঁহারাও ঐ নরাকৃতি রূপ দর্শন করিবার জন্য সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা-যুক্ত", ইহা শ্রীভাগবতে (১১।৬।১-৪)—"ব্রহ্মাদি দেবতাগণ দ্বারকায় গিয়া অপূর্ব্ব-দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্ত-নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। এবং ভাঃ ১১।২।১—"দেবর্ষি শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-লালশায় দ্বারকায় পুনঃ পুনঃ বাস করিতেন।" শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের উক্তিতেও পাওয়া যায় যে, (ভাঃ ৭।১৫।৭৫)—"ভুবন-পবিত্রকারী মুনিগণ পাণ্ডবগণের গৃহস্থিত মনুষ্য-লিঙ্গ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য পাণ্ডবগণের গৃহে আগমন করিতেন।" বিশ্বরূপ-দর্শন-প্রকরণ হইতেও জানা যায়, নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপরমতত্ত্ব প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যেই তদধীন বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীগীতা-মহাত্ম্যেও বলা হইয়াছে,—"শ্রীদেবকী-পুত্রের গীতই একমাত্র শাস্ত্র, দেবকী-পুত্রই একমাত্র দেবতা; শ্রীদেবকী পুত্রের সেবাই একমাত্র কর্ম্ম এবং শ্রীদেবকী-পুত্রের নামই একমাত্র মন্ত্র।" এই শ্রীদেবকী-পুত্রই যে নরাকৃতি পরব্রহ্ম, ইহা বলাই

নিষ্প্রয়োজন। সেই পরব্রহ্ম নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ-রূপের দর্শন ও সেবাই গীতার উপপত্তি-লক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সম্বন্ধি-তত্ত্বের কথা বলা হইল। সাধন বা অভিধেয় বিচারে উপপত্তি যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দরায় সংবাদে দেখা যায়, শ্রীরামরায়—"হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎ সমস্তই আমাতেই অর্পণ কর, (গীঃ ৯।২৭) —এই গীতাবাক্যের প্রমাণের দ্বারা বিষ্ণুতোষণাভাসপর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে শ্রীকৃষ্ণেতে 'কর্ম্মার্পণকে' উন্নততর সাধন-রূপে স্থাপন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উহাকেও "এহো বাহ্য, আগে কহ আর" বলিয়া জানাইয়াছেন। তৎপরে শ্রীরামরায় শ্রীগীতার চরম শ্লোকোক্ত গীঃ ১৮।৬৬) 'সমস্ত ধর্ম্ম স্বরূপতঃ ও ফলতঃ ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব, তুমি শোক করিও না।"—এই-রূপ স্বধর্ম্ম-ত্যাগের কথা বলিলেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহার সম্বন্ধেও "এহো বাহ্য আগে কহ আর"—এইরূপ বলিলে, শ্রীরামরায় (গীঃ ১৮।৫৪) 'ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি কোনরূপ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন'—এই গীতাবাক্য প্রমাণ-রূপে উদ্ধার করি-লেন। ইহাতেও শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" তখন শ্রীরামরায় শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্ম-স্তুতির শ্লোকটি (ভাঃ ১০।১৪।৩) পাঠ করিয়া জানাইলেন, "জ্ঞানের জন্য প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সাধুগণের নিবাসস্থানে অবস্থান-

পূর্ব্বক যাঁহারা সাধুগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভগবদ্‌বার্ত্তাকে কায়-মনোবাক্যে সৎকার করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহারাই এই ত্রিলোকের মধ্যে অজিত শ্রীকৃষ্ণকে বশ করিতে পারেন।” এই জ্ঞান-শূন্যা ভক্তির কথা শুনিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথমে বলিয়াছিলেন,—“এহো হয়” অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তটি সাধ্যভক্তির (প্রেমের) সাধন বলিয়া স্বীকৃত; কিন্তু “আগে কহ আর” ইহাও শেষ কথা নয়, আরও উর্দ্ধ সোপানের কথা বল। শ্রীরামরায়-কর্ত্তৃক শেষোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকটি কীর্ত্তন করিবার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত এবং শ্রীগীতার সর্ব্বশেষ উপদেশটি উদ্ধার করিবার পরও শ্রীমন্মহাপ্রভু “এহো বাহ্য”—বলিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে কি শ্রীগীতার অন্তরঙ্গ সাধনে’র কোনো কথা নাই? এইরূপ একটী সংশয় উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ-মূলক শ্রীবিষ্ণুতোষণপর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে শ্রীগীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকে শ্রীমন্মহাপ্রভু অপেক্ষাকৃত উন্নততর সাধন বলিয়াছেন। শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তীপাদ-প্রমুখ গৌড়ীয়াচার্য্যগণ তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন যথা—বিষ্ণুপুরাণোক্ত বর্ণাশ্রমাচার-পালনরূপ কর্ম্মকে কেহ কেহ ফল কামনা-রহিত বলিয়া প্রতিপাদন করিলেও উহার অন্তরে ফলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও আগ্রহ রহিয়াছে। নিত্যকর্ম্ম—সন্ধ্যা-বন্দনাদি বা নৈমিত্তিক কর্ম্ম—পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিতে যে অভিমান আছে তাহা সম্পূর্ণ প্রাকৃত এবং এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অস্মিতা বা দেহের অভিনিবেশ হইতেই জাত, সুতরাং স্বরূপতঃ ‘সকাম’। আর শ্রীগীতায় যে কর্ম্মের সহিত উহার ফল শ্রীভগবানে অর্পণের উপদেশ আছে, তাহাও সাধ্যভক্তির ‘অন্তরঙ্গ-সাধন’ হইতে

পারে না; কারণ, ভক্তির "অন্তরঙ্গ-সাধন" 'ভক্তি'ই হইবে। কর্ম্মার্পণের দ্বারা কর্ম্মের ফল আত্মসাৎ না করায় কর্ম্মের বিষ কথঞ্চিত প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু তাহা সাক্ষাদ্ভক্তি (স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি) নহে; 'জড়ের অহঙ্কার বা দেহের আবেশ লইয়াই জীব ভগবানের দিকে একটু ঘাড় ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছে', এইমাত্র। সুতরাং ইহা ভগবানের প্রতি 'গৌণ' উন্মুখতা। কর্ম্মার্পণ দুই প্রকার (১) ফল ত্যাগ ও (২) তাঁহার প্রীণনাভাস চেষ্টা। একমাত্র ভক্তসঙ্গ হইলেই বিষ্ণুর সুখাভাসের চেষ্টা হয়। ফলত্যাগ বা কর্ম্ম-সন্ন্যাসে সেই সুখাভাসের চেষ্টাটুকুও থাকে না। এইজন্য কর্ম্মার্পণকারী ঐরূপ অর্পণের দ্বারা অভক্ত-সঙ্গক্রমে ভক্তির দ্বারেও পৌঁছিতে পারে না। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ না হইলে তাঁহার 'শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধা' ও 'সাধ্য-ভক্তি-লাভ' সম্ভবপর নহে। এজন্য কর্ম্মার্পণকে 'আরোপ-সিদ্ধা-'ভক্তি'-মাত্র বলা যায়। 'লৌকিক-শ্রদ্ধা' হইতে কর্ম্মার্পণ বা আরোপ-সিদ্ধা ভক্তির আরম্ভ হয় এজন্য তাহা 'সগুণা'। এই কর্ম্মার্পণ বা আরোপাসিদ্ধা ভক্তি 'কৈতবা' অর্থাৎ ধর্ম্মার্থাদি কামনা-মূলক হইলে তাহা 'ভাগবত-ধর্ম্মের' প্রথম সোপানও হয় না। যদি সেই আরোপসিদ্ধা ভক্তি 'অকৈতবা' অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা-শূন্যা হয়, তবে, তাহা—'সগুণ ভাগবত ধর্ম্ম' পাদবাচ্য হইতে পারে। বস্তুতঃ সাধ্যভক্তি—নির্গুণা। কর্ম্মার্পণকে ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ বলা হইলেও উহাতে স্বার্থপরতা থাকায় ভক্তি ও জ্ঞান উভয়পথাবলম্বিগণই কর্ম্মকে নিরাশ করিয়াছেন। সেব্যবস্তুর সুখদায়িণী ক্রিয়াই 'ভক্তি', তাহাই সাধ্য। সেই ভক্তি যদি 'আদৌ অর্পিত অর্থাৎ সেব্যের

সুখের জন্যই ভাবিতা হইয়া অনুষ্ঠিতা হয়, তবেই স্বরূপসিদ্ধা 'ভক্তি' হয়; আর যদি পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়া পরে অর্পিতা হয়, তবে তাহা কর্ম্মার্পণ বা স্বার্থপরতা-দুষ্ট হয়। (শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ কৃত ভাবার্থদীপিকা—৭।৫।২৬) ও (শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ১৬৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

সাধ্যভক্তি—স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি-বিশেষ। সেই হ্লাদিনীর বৃত্তি হ্লাদিনীর দূত যে 'মহৎ', তাঁহার কৃপা ও সঙ্গকে বাহন করিয়া আবির্ভূত হ'ন। মহতের কৃপা-ব্যতীত কেহই সাধন-চেষ্টার দ্বারা ভক্তিলাভ করিতে পারেন না। বর্ণাশ্রমে বা উহার বহির্ভূত সমাজে থাকিয়াও যদি শ্রীহরিকথায় কথঞ্চিত রুচি বা শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে সেইটিই 'ভাগ্য'; বর্ণাশ্রমে নিষ্ঠা বা উহার ব্যভিচার, কোনটিই 'ভাগ্য' নহে। সাধুকৃপা-ব্যতীত সাধারণ জীবের স্বরূপতঃ স্বধর্ম্ম-ত্যাগ বা শরণাগতির উদয় হইতে পারে না। শরণাগতি, মহতের সেবা ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি – 'স্বরূপসিদ্ধা বৈধী ভক্তি'।' যদি কোন ব্যক্তি মহৎ-সঙ্গাদি-জাত সংস্কার বিশেষরূপ অনির্ব্বচনীয় অতিভাগ্য-ফলে ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হ'ন, তবেই তিনি সেই 'বৈধী-সাধন-ভক্তির' অধিকারী হইতে পারেন।

শ্রীগীতাদি শাস্ত্রে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারি প্রকার অধিকারীর কথা বলা হইয়াছে। গজেন্দ্র, শৌনকাদি মুনি, ধ্রুব ও চতুঃসন যথাক্রমে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানীর আদর্শের উদাহরণ। এই আর্ত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তিতে অধিকারী নহেন, কিন্তু আর্ত্তি-জ্ঞানাদীচ্ছা-মুক্ত, ভক্তকৃপা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই ভক্তির অধিকারী। আর্ত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিতে যখন ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের কৃপা হয়, তখন তাঁহাদের আর্ত্তি প্রভৃতি

কষায়ের ক্ষীণতায় শুদ্ধভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। ভক্ত ও ভগবানের কৃপাতেই গজেন্দ্রাদির সেই সেই বাসনা ত্যাগ হইয়াছিল। জ্ঞানী-মহতের অঙ্গাভাস-ফলে সাক্ষাজ্‌জ্ঞানের লক্ষণ-স্বরূপ নির্ব্বেদ এবং ভক্ত-মহতের অঙ্গাভাস-ফলে ভক্তির মূল শ্রদ্ধা ও তৎপূর্ব্বে যে মাহাত্ম্য-জ্ঞান, তাহা উদয় হয়। শ্রীগীতার ১৮।৬৬ শ্লোকে 'সর্ব্বধর্ম্ম-ত্যাগে'র যে কথা আছে, উহাকেও বাহিরের কথা জানিতে হইবে, কারণ,—এই ত্যাগ স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে,—শ্রীকৃষ্ণের সুখের চিন্তায় অবিষ্ট হইয়া বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মের প্রতি অকিঞ্চিৎ-করতা-বুদ্ধিজাত ত্যাগ নহে। ইহাতে কর্ত্তব্য না করায় পাপের জন্য ভয়ের চিন্তা আছে। ইহাই দেহাভিনিবেশের প্রমাণ। গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানের জন্য আর্য্যধর্ম্ম-ত্যাগে পাপের ভয় বা দেহাভিনিবেশের লেশমাত্রও নাই। দেহাভিনিবেশ-জনিত কর্ত্তব্য-বুদ্ধির মধ্যে তদকরণে পাপবুদ্ধি আছে, বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"আমি তোমাকে কর্ত্তব্য না করার জন্য সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব।" এজন্যই শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীগীতার সর্ব্বধর্ম্ম-ত্যাগের কথাকেও শোক ও আকাঙ্ক্ষা-সূচক সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন।

"সাধক ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা হইয়া যখন কোন শোক বা কোন আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং সমস্ত প্রাণীতে সমদর্শী হ'ন, তখন শ্রীভগবানে কেবলা-ভক্তি লাভের অধিকারী হ'ন।"—১৮।৫৪॥ শ্রীগীতার এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, —'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি'ও স্বরূপসিদ্ধা অকিঞ্চনা 'সাধ্যভক্তি' নহে। 'মিশ্রা' বলিতে যদি 'আবরণ' হয়, তবে তাহা ত ভক্তিই হইল না,

তাহা ভক্তিকে আবৃত করিয়া ফেলিল। আর যদি 'মিশ্রা' বলিতে জ্ঞানের 'আকার' মাত্র লক্ষ্য করে, তবে ঐরূপ আকার থাকিলেও ভক্তিরই প্রাধান্য ও প্রভুত্ব থাকিল, কিন্তু ইহাও 'স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি' হইল না, 'সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি' হইল। শরণাপত্তি হইতে 'সঙ্গসিদ্ধা-ভক্তি'র আরম্ভ হইলেও তাহা স্বরূপসিদ্ধা অকিঞ্চনা ভক্তি না হওয়ায় সাধ্য প্রেমভক্তির 'অন্তরঙ্গ-সাধন' হইতে পারে না। শোকাদি বিঘ্ন থাকিলে শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্তি হয় না, তজ্জন্যই জ্ঞানের অপেক্ষা, কিন্তু জ্ঞানের অপেক্ষা থাকিলে পুনরায় তাহা ভক্তির বিঘ্নকারক হয়। (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।৬৪ টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—"অত্র শোকাদিবিঘ্নসত্ত্বে ভজনপ্রবৃত্তৌ জ্ঞানাপেক্ষা, তদভাবে তু সা পুনর্ভজনবিঘ্ন এবেতি বাচ্যম্।") কারণ, ভক্তি—নিরপেক্ষা, তাহা জ্ঞানের অপেক্ষা-যুক্তা নহে, বরং জ্ঞান ও বৈরাগ্য অনেক সময় ভক্তির প্রতিকূলই হয়—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। এজন্যই শ্রীগীতার উক্ত শ্লোককেও বাহ্য সাধনই বলা হইয়াছে।

কোন কোন মহাজন বলিয়াছেন—'শ্রীগীতা ভক্তিরাজ্যের প্রবেশার্থীর প্রাথমিক পাঠ', কেহ বা বলিয়াছেন—'যে-স্থানে শ্রীগীতার পরিসমাপ্তি, সেই স্থান হইতে শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মের ভিত্তি আরম্ভ হইয়াছে।' কোন কোন গৌড়ীয়-মহাজন বলেন,—'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বৈধীভক্তির পরাঙ্গস্বরূপ আবেশময় সৎসঙ্গের কথা দৃষ্ট হয় না।' এই সকল মহাজনগণের সিদ্ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে ও স্থূল বুদ্ধিতে মতবাদ বলিয়া মনে হইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্ব্বোত্তম। তটস্থ হঞা বিচারিলে

আছে তরতম॥" বস্তুতঃ শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত এবং তাঁহাদের উভয়ের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তে কোনই ভেদ নাই। কিন্তু তটস্থ হইয়া বিচার করিলে শ্রীগীতা হইতে শ্রীমদ্ভাগবতে যে রসোৎকর্ষ আছে, তাহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ সুধীই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। এজন্যই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের অনুগ শ্রীপাদ রঘুপতি উপাধ্যায় বলিয়াছেন,—"ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ, অহমিহ নন্দং বন্দে" অর্থাৎ সংসার ভয়ে ভীত মোক্ষকামীগণ মহাভারতের (তদন্তর্গত শ্রীগীতার) শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, করুন; আমি কিন্তু শ্রীনন্দের আনুগত্যে শ্রীনন্দনন্দনের ভজন করি।' এই শ্রীনন্দনন্দনের প্রীতি-পরাকাষ্ঠার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ আর কোন শাস্ত্রেও নাই। স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব শ্রীমহাভারত রচনা করিবার পরও হৃদয়ে শান্তি না পাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিবার জন্য শ্রীনারদের দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন যেরূপ স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব, শ্রীমদ্ভাগবতও সেইরূপ স্বয়ংরূপ শাস্ত্র। শ্রীগীতাদি শাস্ত্র সেই শ্রীমদ্ভাগবতেরই স্বাংশাবতার। এজন্য প্রাথমিক পরমার্থ-পথের পথিকগণের জন্য শ্রীগীতাপাঠের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রীগীতায় (৪।৩৪) "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।" এই শ্লোকে যে তত্ত্বদর্শী গুরু বা সাধুর নিকট অভিগমনপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতে করিতে জ্ঞান লাভের উপদেশ আছে, তাহা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্তানুযায়ী বৈধী ভক্তির পূর্ব্বাঙ্গ—শ্রীগুরুপদাশ্রয়

পর্য্যন্ত সৎসঙ্গ। বস্তুতঃ নিষ্কিঞ্চনা ভক্তির অন্তর্গত যে 'মহৎ-সেবা'' —যাহাতে ধ্যান, স্মৃতি, অনুসন্ধান, আবেশ, অভিনিবেশ ও নিরবচ্ছিন্ন মনোগতির পরিচয় পাওয়া যায়, অর্থাৎ যাহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ একান্ত-ভাবে বশীভূত হ'ন, তাহার কোন কথা শ্রীগীতায় নাই। শ্রীমদ্ভা-গবতে ভগবদ্‌বশকারী মহৎসঙ্গের কথা প্রচুরভাবে রহিয়াছে. কারণ, 'কৃষ্ণভক্তির জন্মমূলই হইল মহতের সঙ্গ'। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ক্রিয়া দূরে থাকুক, ভক্তির সাধন সমূহও মহতের সঙ্গ ও কৃপাব্যতীত ফলপ্রসূ হয় না। শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদ বলেন—মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫১)।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বিগ্রহ শ্রীউদ্ধব মহাশয় মহৎ শিরোমণি শ্রীগোপী-গণের শ্রীচরণরেণু প্রার্থনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃ পুনঃ হ্লাদিনীর দূত মহদ্‌গণের জয়গান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার চরম শ্লোকে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—যাহাতে শরণাগতির কথাই চরম প্রভুপদেশ বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে সেই শরণাগতির পরেই শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের কথিত নববিধা ভক্ত্যাত্মক শ্রীভাগবতধর্ম্মের আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীগীতায় শরণাগতির প্ররোচনা বা প্রেরণা আছে. আবার শরণাগত সাধক 'স্বরূপতঃ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যবায়ভাগী হইয়াছেন'—পাছে এরূপ মনে করেন, সেই আশঙ্কা পরিহারের জন্য ভগবান্‌কে সঙ্গে সঙ্গেই বলিতে হইয়াছে—"তুমি শোক করিও না। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব।" কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যে দেখা যায়,— "পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।" এস্থানে শ্রীজীবপাদ ও

শ্রীধরস্বামিপাদ টীকা করিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য—তাঁহারই সুখের জন্য এইরূপ ভাবনা অর্থাৎ ধ্যান বা আবেশ-যুক্তা যে ভক্তি, তাহা যদি পূর্ব্বে অর্পিত হইয়া কৃত হয়, তবেই তাহা 'সাক্ষাদ্ভক্তি'; আর অনুষ্ঠান সমূহ কৃত হইয়া পরে অর্পিত হইলে তাহা সাক্ষাদ্-ভক্তি নহে, তাহা 'কর্ম্মার্পণ।' "যৎ করোষি যদশ্নসি" প্রভৃতি গীতোক্ত বাক্যে এই কর্ম্মার্পণের কথা উক্ত হইয়াছে। গীতার চরম শ্লোকেও স্বতঃস্ফূর্ত্ত সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগের পরিচয় নাই—ইহা শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদের সিদ্ধান্ত হইতে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এজন্য ভক্তকৃপৈকলভ্যা সুকৃতির ফলে ফলতঃ ও স্বরূপতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পরেই গৌড়ীয় মহতের কৃপা-মূলা নিষ্কিঞ্চনা ভক্তির অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে।

তবে শ্রীগীতায় অতিসংগোপনে ও ইঙ্গিতে সাধুসঙ্গ ও অন্তরঙ্গা ভক্তির কথা দেখা যায়, যথা—গীতায় চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় শ্লোকে —মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ (গীঃ ১০।৯)। ইহাতে ভক্তচরিত্রের কথা প্রশংসা-বাক্যরূপে উল্লেখ করিতেছেন। যথা—তাঁহারা আমাতে চিত্ত ও প্রাণকে সম্যক্ সমর্পণ করতঃ পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তি-সুখ ও সাধ্যা-বস্থায়—লব্ধপ্রেম-অবস্থায় আমাকে রমণ-স্বরূপে লাভ করেন। ইত্যাদি বাক্যে অন্তরঙ্গা-ভক্তির ইঙ্গিত দেখা যায়। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে ব্যবস্থা শেষ অধ্যায়ে উপসংহার বাক্যে ও চরম-শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে—তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে তাহাই প্রকৃষ্ট ও প্রকাশ্য চরমোপদেশরূপে গ্রাহ্য হওয়ায়

এবং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ-ষট্‌কে বিবৃত না হওয়ায়, ইহা ইঙ্গিত বর্ণিত হইয়াছে, পরন্ত ভক্তিপ্রাপ্তির নির্ব্বাধ ও স্থায়ী সহজ উপায় 'শরণাগতিই' শ্রীগীতার তাৎপর্য্যরূপে মহৎগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

শরণাগতি

রিপুষড়্‌বর্গাদিরূপ অবিকৃত সংসারভয়ে আক্রান্ত হইয়াই অনন্যগতি পুরুষ শরণাগত হয়। যিনি ভক্তিমাত্রকামী তিনিও ষড়্‌বর্গাদি-জনিত ভগবদ্বৈমুখ্যদ্বারা উৎপীড়িত হইয়াই শরণাগত হইয়া থাকেন। আশ্রয়ান্তরের অভাব কথন এবং অনতিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক অপর আশ্রিতের পরিত্যাজন—এই দুই প্রকারে অনন্যগতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টান্ত, যথা, ভাঃ ১০।৩।২৭—"হে ভগবন্‌! মর্ত্ত্যপুরুষ মৃত্যুরূপ কালসর্প হইতে ভীত হইয়া নিখিললোকে পলায়ন করিয়াও নির্ভয় প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু অদ্য যদৃচ্ছাক্রমে ভবদীয় পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থচিত্তে শয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং মৃত্যু তাহার নিকট হইতে দূরীভূত হইয়াছে।" দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, যথা, (ভাঃ ১১।১২।১৪—১৫)—"হে উদ্ধব! অতএব তুমি চোদনা (শ্রুতি), প্রতিচোদনা (স্মৃতি) প্রবৃত্ত, নিবৃত্ত, শ্রোতব্য এবং শ্রুত সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে নিখিলজীবের অন্তর্য্যামী আমাকেই একমাত্র আশ্রয় কর। তাহা হইলে আমার আশ্রিতরাই অকুতোভয় হইবে।" শ্রীগীতায়ও (১৮।৬৬)—"হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণবতন্ত্রে এই শরণাপত্তির লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—'আনুকূল্য-বিষয়ক সঙ্কল্প, প্রাতিকূল্য-পরিত্যাগ, 'তিনি

"ভা'রক্ষা করিবেন'—এইরূপ বিশ্বাস, রক্ষকরূপে তাঁহাকে বরণ, আত্ম-নিক্ষেপ এবং কার্পণ্য—এই ষড়্‌বিধা শরণাগতি হইয়া থাকে।" এই ছয় প্রকারের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-ভাব জানিতে হইবে। তন্মধ্যে 'শরণাগতি' এই শব্দের সহিত সমানার্থ বিশিষ্টত্ব-নিবন্ধন রক্ষকরূপে তাঁহার বরণই 'অঙ্গি-স্বরূপ' এবং অন্য পাঁচটী তাহার পরিকর (সহকারীস্বরূপ, বলিয়া অঙ্গরূপে জ্ঞাতব্য। 'আনুকূল্য' ও 'প্রাতি-কূল্য' শব্দের অর্থ, তদীয় ভক্তাদির অথবা শরণাগত পুরুষের অথবা ভাবের আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য।" "রক্ষা করিবেন—এইরূপ বিশ্বাস" অর্থাৎ (ভাঃ ৩।১৬।৩৫)—"ত্রিলোকাধীশ্বর সেই ভগবান্ আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন"—ইত্যাদি বাক্যোক্তক্রমে বিশ্বাস।

"আত্মনিক্ষের" পদের অর্থ—"হৃদয়স্থিত সেই অজ্ঞাত কোন দেব-কর্তৃক আমি যেরূপে নিযুক্ত হইতেছি "সেইরূপই করিতেছি" এই গৌতমীয়-তন্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে জ্ঞাতব্য। অতএব পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে অষ্টাক্ষরমন্ত্রস্থিত "নমঃ"-শব্দের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে যে—"নমঃ" শব্দের "ম"-কার—অহঙ্কারবাচক এবং "ন"-কার তাহার নিষেধক, সুতরাং "নমঃ" শব্দের দ্বারা জীবের স্বাতন্ত্র্য নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। জীব সর্ব্বতোভাবে ভগবানের অধীন এবং তদধীন জীবনবিশিষ্ট বলিয়া নিঃশেষরূপে স্বকীয় সামর্থ্য-বিধি পরিত্যাগ করিবে। ঈশ্বরের সামর্থ্যানুসারে তাঁহার কোন বস্তুই অলভ্য হয় না। যে জীব তাঁহার প্রতি সর্ব্বভার অর্পণ করিয়াছেন, তিনি স্বস্থভাবে শয়ন করিয়া থাকেন। অতএব তদীয় কৃত-বিশিষ্ট হইয়াই যাবতীয় কার্য্যের আচরণ করিবে।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—"কেশব অহঙ্কার-নিবৃত্ত পুরুষগণের দূরবর্ত্তী নহেন, পরন্তু

যাহারা অহঙ্কারযুক্ত তাহাদের ও ভগবানের মধ্যে পর্ব্বতরাশি ব্যবধান রহিয়াছে।” (ভাঃ ৩।৯।৯)—“হে ভগবন্! জীব যে-কাল পর্য্যন্ত আপনার কল্পিত বিষয় মায়াবলযুক্ত এই আত্মপার্থক্য অর্থাৎ দেহাদিভাব দর্শন করে, তাবৎকালপর্য্যন্ত কর্ম্মফলবিশিষ্ট এবং বিবিধ দুঃখপ্রাপক এই সংসার বস্তুতঃ ব্যর্থ হইলেও তাহার সম্বন্ধে এই সংসারের নিবৃত্তি হয় না।”

“কার্পণ্য”-শব্দে—“ভগবন্! আপনার অপেক্ষা অধিক কারুণিক অপর কেহ নাই এবং আমার অপেক্ষাও অধিক শোচনীয় আর কেহ নাই” ইত্যাদি বাক্যগত দৈন্যপ্রকাশ জানিতে হইবে।

রক্ষকরূপে বরণ-বিষয়ে—নারসিংহপুরাণে এরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—“হে ভগবন্! আমি দেবদেব জনার্দ্দনরূপী আপনার শরণাগত হইতেছি”—“এইরূপে যিনি আমার শরণাগত হ’ন, আমি তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।” এই রক্ষকরূপে বরণ—কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক-ভেদে ত্রিবিধ। যথা, ব্রহ্মপুরাণে—“যাঁহারা কর্ম্ম, মনঃ ও বাক্যদ্বারা শ্রীহরিকে শরণ করিয়াছেন, যম তাঁহাদের শাসনে সমর্থ হ’ন না এবং তাঁহারা মুক্তিফলভাগী হইয়া থাকেন।” শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও উক্ত হইয়াছে যে—‘শরণাগত পুরুষ বাক্যদ্বারা—“হে ভগবন্! আমি আপনারই আশ্রিত হইয়াছি”—এইরূপ উচ্চারণ; মন-দ্বারা তাদৃশ চিন্তা এবং শরীর-দ্বারা তদীয় ক্ষেত্র আশ্রয়-সহকারে হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করেন।” অতএব যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্না শরণাগতি হয়, তাঁহার সত্বরই উহা সম্পূর্ণ-ফলপ্রদা হইয়া থাকে, অপর পুরুষগণের সম্পদনুসারে এবং যথাক্রমে তাঁহার সিদ্ধি জানিতে হইবে। এই শরণাপত্তির প্রশংসা, যথা—

(ভাঃ ১১।১৯।৯)—"হে ভগবন্! এই ঘোর সংসারমার্গে ত্রিতাপ-দ্বারা আক্রান্ত সন্তপ্তচিত্ত পুরুষের পক্ষে অমৃতরাশিবর্ষণশীল ভবদীয় পাদপদ্মযুগলরূপ ছত্র ব্যতীত অন্য আশ্রয় দর্শন করিতেছি না।" এস্থলে শরণাগতগণের সর্ব্বদুঃখদূরীকরণ এবং সর্ব্বত্র নিজমাধুরী-বর্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এই শরণাপত্তি ব্যতীত তদীয়ত্ব অর্থাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধিত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া ইহার অপূর্ব্বত্ব জানিতে হইবে।

এই শরণাগতি বহুবিধ। আশ্রয়, আশ্রিত ও সম্বন্ধের প্রকাশ-তারতম্যানুসারে শরণাগতিও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। যথা—শ্রীভগবৎপ্রকাশের তারতম্যানুসারে—'শ্রীবামদেবে শরণাপত্তি অপেক্ষা শ্রীনৃসিংহদেবে পরাবস্থস্বরূপে শরণাগতি শ্রেষ্ঠতর, তদপেক্ষা শ্রীরামচন্দ্রে শরণাগতি শ্রেষ্ঠতর, তদপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে শরণাগতি —পরমাত্মা, শ্রীনারায়ণ ও অন্যান্য ভগবত্তত্ত্বে শরণাগতি অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আবার শ্রীদ্বারকেশ কৃষ্ণে—শ্রীগীতোক্ত শরণাগতি অপেক্ষা মথুরেশ-শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি শ্রেষ্ঠতর, তদপেক্ষা শ্রীগোকুলেশ নন্দনন্দনে শরণাগতি শ্রেষ্ঠতম। তদপেক্ষা আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যেও বহুবিচিত্রতাময়ী শরণাগতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।' ভাবহীন ও ভাবযুক্ত শরণাগতির প্রকারদ্বয় দেখাযায়। শ্রীরুক্মিণীদেবীর সম্বন্ধযুক্ত শরণাগতি—ভাবযুক্ত। এইরূপ সম্বন্ধ, ভাব ও রসবিচারের তারতম্যানুসারে ভাবযুক্ত শরণাগতিও বহুবিধ হইয়া থাকে। ভক্তির মধ্যেও প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যে শরণাগতি বিজড়িত থাকায় শ্রদ্ধা হইতে প্রেম-পর্য্যন্ত প্রকাশ-তারতম্যে শরণাগতিরও তারতম্য দৃষ্ট হয়। আবার প্রত্যেক শরণাগতির অঙ্গষট্‌ক ও উক্ত তারতম্যানুসারে অনন্তপ্রকার তারতম্য হইয়া

থাকে। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ তাঁহার শরণাগতির গীতাবলীর মধ্যে ইহার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

গীতার তাৎপর্য্য সার

যে অণুচিৎ-ভূতাকাশের মধ্যে কেবলানুচিৎ স্বীয় বৃত্তি পরিচালন করিবার অবকাশ পান, সেই অবকাশে চিৎপ্রকাশ অবতীর্ণ হইয়া অণুচিৎ এর ভোক্তৃভোগ্য-ভাবের পরিবর্ত্তে কেবল বিভুচিৎ এর ভোক্তৃবিচারে বিভু ও ভোগ্যভাবের অনুচিৎসমূহের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিভুবস্তুর সহিত বিভুপ্রকৃতির সম্মেলনে পাঁচ প্রকার নিত্যরতি পরিদৃষ্ট হয়, ইহারই অনিত্যভাব অচিচ্ছক্তিপরিণত জগতেও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কৈবল্যলাভের পূর্ব্বে তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে অব্যভিচারিণী ভক্তির কথার উদয়ের যোগ্যতা নাই। শ্রৌতপথেই ঐ সকল অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। তাহাই গীতার উপদেশের তাৎপর্য্যের প্রয়োজনীয়তার আবিষ্কার।

পরমবিভু যেকালে পরা-প্রকৃতির সহিত বিচিত্রলীলায় প্রবিষ্ট হ'ন, সেইকালে অচিচ্ছক্তিপরিণত জগতের অপূর্ণতা ও আপেক্ষিকতা কৃষ্ণের দ্বারকা-লীলা বুঝিতে দেয় না। যেকালে জীব স্বীয় অনুচিৎ প্রকৃতিকে অহঙ্কার বিশিষ্ট করিয়া গুণজাত জগতের অভিমানে অভিমানী বা ভোগী করাইয়া থাকে, তখন তাহার অদৈবস্বভাব যজ্ঞেশ্বরের গৌণপ্রকাশ পরমবিভুর সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। দ্বারকালীলায় ভগবদবতরণ নানাস্থানের অদৈবপ্রকৃতির ভোগি-সম্প্রদায়ের দুর্দ্দমনীয় অস্তিত্বের পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক অভক্তিবিচার-পরায়ণ অচিচ্ছক্তিপরিণত বদ্ধজীবহৃদয়কে শোধিত করে।

নিত্য অনুচিৎ সেবকগণ সেবা-স্রষ্টুতা প্রদর্শনের জন্য বিধিপথে দ্বারকালীলার পার্ষদের কার্য্য করিয়া থাকেন। দ্বারকালীলা প্রবেশের চিত্তবৃত্তি বদ্ধজীবের বিবর্ত্তবাদ ও বস্তুবিকারবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জীবকে লীলা-পুরুষোত্তমের সহিত প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ করায়, তখন বিরোধিভাবসমূহ লীলা-পুরুষোত্তমের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। শ্রীমহাভারতের শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুসরণকারিগণ মহিষী বিবাহাদিতে কৃষ্ণভক্তগণের নানা প্রকার কর্ত্তৃত্বানুষ্ঠানের কথা অবগত আছেন। এই দ্বারকাকে শ্রীহরির পূর্ণাভিব্যক্তি বলা হয়। ইহাতে অন্যাভিলাষীর সংহার ও কর্ম্মিকুলের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করিয়া একমাত্র বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তিনিষ্ঠ ভক্তগণের পূর্ণাভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়। দ্বারকেশের লীলার কথায় অসুর-বিনাশ ও ভগবদ্ বিরোধ-চেষ্টায় ভোগিকর্ম্মীকে অসমোর্দ্ধ ভগবৎসহ সমোর্দ্ধ বিচারের অচিচ্ছক্তিপরিণামের কথা জানাইয়া দেয় এবং চিচ্ছক্তি-পরিণত জগতে ঐরূপ ভাবের অধিষ্ঠান না থাকিলেও বস্তুগত চিচ্ছক্তিপরিণতির নিত্যস্থায়িত্ব নিত্যলীলারূপে বুঝিবার অবকাশ নাই—ইহাও অনুভবের বিষয় করায়। জ্ঞান-ভূমিকা মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বা প্রকাট্য। মথুরা-লীলায় যেরূপ মুমুক্ষু নির্ব্বেদজ্ঞানী অসুরগণের বধ হইয়াছিল, দ্বারকালীলায় তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কর্ম্ম অর্থাৎ কৃষ্ণৈশ্বর্য্যবিরোধী বুভুক্ষু কর্ম্মী অসুরগণের বধ হইয়াছে। ইহাদ্বারা ব্যতিরেকভাবে পূর্ণহরি দ্বারকেশের ঐশ্বর্য্য শোভাই পরিপুষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কথা শ্রীরূপগোস্বামি প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া সৌভাগ্যবন্তজনগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। এবং উপদেশা-

মৃতের প্রবাহে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন—"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ।" শ্লোকে।

উক্ত দ্বারকালীলার অন্তর্গত কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ গীতার উপদেশে ভক্তির প্রথম প্রকাশ—শরণাগতির পূর্ব্বাঙ্গরূপা ভক্তির কথা। এবং তদ্‌বিরুদ্ধভাব সকল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবদ্-সেবাবিমুখ মনোধর্ম্মী, তাহার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, শাখা, প্রশাখারূপে অভিব্যক্ত কুরুকুল-দ্বারা ভক্ত পাণ্ডবগণের নির্য্যাতন ও তৎপ্রতিকার স্বরূপে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবতারণার প্রকাশ। মনোধর্ম্মী কর্ম্মী ও স্মার্ত্তগণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, প্রকাশ-শক্তি ও অকর্ম্মণ্যতাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। তদুপযোগী সাধন-পথ আবিষ্কারই গীতার উপদেশ। গীতায় পরাঙ্গরূপা সাধুসঙ্গের কথা প্রকাশিত। তাহা দ্বারকার পরাঙ্গ-শরণাগতিতে ও শ্রীকৃষ্ণের পুরোযোত্তম লীলাবিলাসে প্রকটিত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশিত। ইহার প্রকাশ-তারতম্য ও সুসূক্ষ্মবিচার শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের কৃপা ব্যতীত অবোধ্য। শ্রীচৈতন্য-কৃপায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন লীলায় প্রকাশিত। শ্রীঅর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন ও শ্রীলঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের তারতম্য বিচার শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের কৃপায় অনুভবের বিষয় হয়। তাহাই শ্রীলঅদ্বৈতাচার্য্যকে গীতার (১৩।১৪)—'সর্ব্বতঃ' স্থানে "সববত্র" পাঠ শোধনলীলায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভোগী ভগবদ্‌বিরোধী অন্যাভিলাষী, কর্ম্মিকুলের ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদের ধ্বংস হয়। তৎপরে পূর্ণ ভগবানের অভিব্যক্তির পর পূর্ণতর ভগবদাবির্ভাবের ক্ষেত্রের মাথুরলীলায়

নির্ভেদ-জ্ঞানীগণের বিচারের প্রতীক অসুরগণের বধ হয়। চানুর-মুষ্টিকাদির ও জ্ঞানমুগ্ধ স্মার্ত্ত রজকাদির বধে জ্ঞানবিমুক্ত শুদ্ধ-জ্ঞানভূমিকায় ভক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশস্বরূপ পূর্ণতর-আবির্ভাবের প্রকাশ হয়। তৎপরে শুদ্ধ প্রেমিকা-ভক্তগণের পূর্ণতম প্রকাশ-চমৎকারিতার আবির্ভাবের ক্ষেত্র 'কুরুক্ষেত্রে'। বিরহবিধুরা ব্রজ-দেবীগণের মিলনমাধুরীরূপ লীলা রসস্বাদনের মহামাধুরী প্রকাশ-ক্ষেত্ররূপে ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রবল প্রতাপকে তথা সমগ্র ধর্ম্মমার্গের বিজেতা সমৃদ্ধিশালীনী সিদ্ধি, সত্যাদি ধর্ম্মমূলক সমাধিরূপ উৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দের জ্যোতিকে আবৃত করিয়া ব্রজপ্রেমের মাধুর্য্যরাগে রঞ্জিত 'উপরাগ-ছলে' লীলা রসাস্বাদন ক্ষেত্ররূপ শ্রীগৌরলীলার প্রেমা-প্রকাশরূপ ভগবদাবির্ভাবের বিলাসক্ষেত্রের প্রকটনের ইঙ্গিতই গীতার গূঢ়তম তাৎপর্য্য। ইহা চৈতন্যচরণানুচর শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের কৃপা ব্যতীত অন্যের পক্ষে সুদুর্বিজ্ঞেয় তত্ত্ব। ইহারই ইঙ্গিত প্রদানই শ্রীগৌড়ীয় রূপানুগ-সিদ্ধান্তসম্মত গীতা-তাৎপর্য্যের নিগূঢ়তম তথ্য।

কুরুক্ষেত্র লীলায় শ্রীবলদেবের বাহুপ্রকাশের বা বিক্রমের কোন কথার উল্লেখ অপ্রকাশিত। তথায় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ ও বিক্রমের কথা প্রকাশিত। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণেরও সখ্যভাবের প্রকাশ। তাহাও গৌরব সখ্যের বিষয়াশ্রয়ের সমাবেশ। এ লীলাটীও মাথুর-লীলার মধ্যবর্ত্তী দাস্যেরই কিছু শিথিল-গৌরবের কথা। এই স্তর হইতে ক্রমোন্নতি পদ্ধতির রসের পরিপূর্ণ অভি-ব্যক্তিতে পর্য্যবসিত করিবার কৌশল একমাত্র শ্রীচৈতন্যানুচর শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের কৃপারই বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক। ভজন-চতুর ভক্তগণ

শ্রীচৈতন্যানুচর শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের পাদপদ্ম দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া তদনুগত্যে ভজন প্রয়াসী হইয়া ভজন করিতে করিতে এই গীতার সুগূঢ়তম তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

গীতার বিভিন্ন উপদেশ স্মরণ করিয়া শ্রীবাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। উত্তরায়ণ-কালে দেহত্যাগকারী ব্রহ্মবিদ্ পুরুষগণ ব্রহ্ম লাভ করেন, আর দক্ষিণায়ণে দেহত্যাগকারী পুনরাবর্ত্তন করেন। শ্রীগীতোক্ত ৮।২৪-২৫ শ্লোকোক্ত এই দুই প্রকার গতিকে লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্মসূত্রটি রচিত হইয়াছে—এই দুইটী গতি যোগীর প্রতিও গীতাশাস্ত্রে স্মরণ করা হয় এবং এই দুইটী গতি যোগস্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে। (ব্রঃ সূঃ ৪২।২১)। 'গীতা মহাভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ'—ইহা শ্রীবেদব্যাস স্বয়ংই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অত এব গীতা পরবর্ত্তীকালে শ্রীমহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই।

গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু মামেবৈষ্যসি" অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণে অভিনিবেশ, শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি, শ্রীকৃষ্ণের যজন, শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিক্ষেপ ; ইহার ফল শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি"। গীতায় মায়াবাদের কোনই স্থান নাই ; কারণ, মায়া পরমাত্মার নিত্যা শক্তি ; জীবাত্মা নিত্য শক্ত্যংশ; জগৎ সত্য এবং লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। শ্রীগীতা পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্যাশ্রিতা চিচ্ছক্তি ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্ব স্বীকার করেন নাই। একই চিচ্ছক্তির 'পরা' ও 'অপরা' দুইটি বৃত্তি। গীতাশাস্ত্রে জীবকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি (৭।৫) ও

অংশ (গীতাঃ ১৫।৭) এবং নিত্যতত্ত্ব (গীঃ ১৫।৭ ও ২য় অধ্যায়ে) বলা হইয়াছে। গীতায় 'জীবভূত' শব্দটির প্রয়োগ থাকায় তাহা জীব নহে—কেহ কেহ এরূপ কুতর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীধরস্বামিপাদ 'জীবভূত'-শব্দের টীকায় "জীবস্বরূপাং যে প্রাকৃতিম্" অর্থাৎ, জীবস্বরূপা মদীয়া প্রকৃতি'— এই অর্থ করিয়াছেন। শ্রীগীতায় শক্তিমান্ পুরুষোত্তম ও তাঁহার শক্তির মধ্যে ভেদাভেদ ও অচিন্ত্যত্ব কথিত হইয়াছে (গীঃ ৯।৪।৫)। শক্তিমান্ ও শক্তির মধ্যে—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হইয়াছে। এক শ্রেণীর তার্কিক বলিয়াছেন যে,—অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে অভেদ অপেক্ষা ভেদের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু গীতা 'প্রেম ও ভক্তিকে যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন, তাহার প্রতিষ্ঠা অদ্বয়তত্ত্বের উপর'। শ্রীজীব-পাদের ষট্‌সন্দর্ভে প্রকাশিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে প্রবেশ লাভ না করায় ঐরূপ মন্তব্যের অবকাশ হইয়াছে। যেস্থানে অভেদ ও ভেদ—দুইটিরই সামঞ্জস্য আছে, তথায় স্বভাবতঃ ভেদেরই প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়। শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের পক্ষেও তাহাই। শ্রুতি যখনই ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন আর কেবলাদ্বৈতবাদ টিকে নাই; কিন্তু তদ্দ্বারা দুইটি স্বতন্ত্র-তত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। যদি জীব পুরুষোত্তমের শক্ত্যংশ ব্যতীত আর একটি স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব হইত, তাহা হইলে কেবল ভেদই সিদ্ধান্ত হইত। জীব যখন জীবশক্তি-সমন্বিত পুরুষোত্তম-তত্ত্বেরই অংশ তখন তথায় অদ্বয়তত্ত্বের উপরই ভক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমান্ মিলিয়াই এক অদ্বিতীয় বস্তু বা তত্ত্ব। স্বয়ংসিদ্ধ স্বজাতীয় ভেদশূন্য, স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয় ভেদশূন্য ও স্বয়ংসিদ্ধ স্বগত ভেদশূন্য বলিয়াই ব্রহ্ম

অদ্বয়তত্ত্ব। ব্রহ্মের স্বাভাবিকী নিত্যসিদ্ধা শক্তি আছে বলিয়া তিনি খণ্ডিত তত্ত্ব হন নাই। তিনি নিত্যসিদ্ধ অদ্বয়তত্ত্ব। (শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ৩৩ অনু)।

কেহ কেহ মনে করেন গীতা শাস্ত্র রাজনৈতিক গ্রন্থবিশেষ। শ্রীজীবপাদ তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। যথা—"যাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত, "হে অর্জ্জুন! তুমি তাহাদের জন্য শোক করিতেছ, অথচ পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ! পণ্ডিত ব্যক্তি মৃত কি জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না॥" (গীঃ ২।১১ --এই শ্লোক হইতে আরব্ধ গীতাগ্রন্থ শ্রীঅর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কথিত হয় নাই। আবার গীতা ১৮।৬০ শ্লোকে—"হে কৌন্তেয়! মোহবশতঃ তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা চালিত ও অবশপ্রায় হইয়া তুমি তাহা করিবেই।" এই বাক্যের দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, শ্রীঅর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ঐরূপ রাশি রাশি পারমার্থিক ও দার্শনিক তত্ত্ব বলা নিষ্প্রয়োজন। অন্তর্য্যামি-পুরুষ-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই অর্জ্জুনের পক্ষে যুদ্ধ করা অনিবার্য্য। বিশেষতঃ শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরমার্থ-উপদেশের মধ্যেও গুহ্য, গুহ্যতর ও সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ শ্রবণ করিবার প্ররোচনা থাকায় তাহাতে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য বক্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব শ্রীগীতা-গ্রন্থ যুদ্ধাভিধায়ক নহে,উহা একমাত্র পরমার্থ বিধায়ক গ্রন্থ।

উপদেশ—শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বা প্রতিপাদ্য বস্তু নির্ণয় করিবার জন্য যে ছয়টি লক্ষণের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই লক্ষণের দ্বারা বিচার করিয়া গীতায় ভক্তিযোগেরই কথা চরম

উপদেশ বলিয়া পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। গীতায় কোনও স্থানে কুলধর্ম্ম, কোনও স্থানে কর্ম্মযোগ, কোনও স্থানে সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ, কোনও স্থানে রাজযোগ, কোনও স্থানে ভক্তিযোগের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গীঃ ১।৩৮-৪৩ শ্লোকে কুলধর্ম্মের যে প্রশংসা, তাহা আপেক্ষিক ও পূর্ব্বপক্ষ মাত্র। ইহা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ দেহের অনিত্যতা ও জীবাত্মার নিত্যতা এবং আত্মধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদনপর বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" ॥ (গীঃ ২।৪০); 'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।" (গীঃ২।৪২); "ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" (গীঃ২।৪৫); "যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে"। (গীঃ ২।৪৬) ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য আলোচনা করিলেই কৌলিক বা লৌকিক ধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্ম নহে, তাহা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

অনেকে মনে করেন, গীতার উদ্দেশ্য মানুষকে কর্ম্মে প্রেরণাদান; শরীর-যাত্রা কর্ম্ম ব্যতীত নির্ব্বাহই হইতে পারে না। কিন্তু গীতায় সুস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, পরমেশ্বরের সম্বন্ধহীন জীবের দেহ ও মনের সুখ-সুবিধার জন্য যে কর্ম্ম তাহা সকলই বন্ধনের কারণ। এজন্য একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর জন্যই কর্ম্মের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে (গীঃ ৩।৯)। শ্রীহরিকে উদ্দেশ করিয়া যে কর্ম্ম, তাহাই 'বিবিভক্তি'। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—'যে ব্যক্তি ভগবানের অবশেষ ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি চোর; কারণ সমস্ত বস্তুর মালিক একমাত্র বিষ্ণু (গীঃ ৩।১২, ১৩)'। পুনঃ—'হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কিছু কর্ম্ম কর, যাহা কিছু দ্রব্য আহার কর,

যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তাহা সকলই আমাকে সমর্পণ করিও' (গীঃ৯।২৭)। ইহাই কর্ম্মার্পণরূপা, 'আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি'। সুতরাং তথাকথিত অনাসক্তিযোগ গীতার প্রতিপাদ্য নহে, শ্রীকৃষ্ণাসক্তিযোগই গীতার প্রতিপাদ্য।

সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ—শ্রীকৃষ্ণ গীতার প্রত্যেক অধ্যায়েই কি কর্ম্মের উপদেশে, কি সাংখ্যযোগের উপদেশে, কি রাজযোগের উপদেশে, প্রত্যেকটির মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণাসক্তিরূপা ভক্তিরই উদ্দেশ করিয়াছেন। কোথাও কেবলা ভক্তির উপদেশ, কোথাও প্রধানীভূতা অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন। কেবলা-ভক্তি স্বতন্ত্রা ও কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-গন্ধশূন্যা। তাহারই অপর নাম—অব্যভিচারিণী বা অনন্যা ভক্তি (গীঃ১৩-১০)। প্রধানীভূতা ভক্তি তিন প্রকার—কর্ম্ম-প্রধানীভূতা, জ্ঞান-প্রধানীভূতা ও কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে গীতার শেষ অধ্যায়ে তাঁহার সর্ব্ব-স্বরূপের সর্ব্বপ্রকার ভজন অতিক্রম করিয়া সর্ব্বগুহ্যতম স্বচরণারবিন্দ-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—"ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।" (গীঃ ১৮।৬৩)—এই গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান তোমাকে আমি বলিলাম। এই গুহ্যতর জ্ঞানটি কি?—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" (গীঃ১৮।৬১) অর্থাৎ—"সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী পরমাত্ম-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই হইল গুহ্যতর জ্ঞান। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানই গুহ্যজ্ঞান, তাহাই "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।" (গীঃ১৮।৫৪); "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্' ॥ (গীঃ১৮।৫৫), অর্থাৎ—"ব্রহ্মে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না।

আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া পরমানন্দরূপ হ'ন।"—ইহা গুহ্যতর পরমাত্ম-জ্ঞানের পূর্ব্বে গুহ্যজ্ঞানরূপে বলা হইয়াছে ; কিন্তু তাহাও ভক্তি ব্যতীত সম্ভবপর নহে। ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের যে চেষ্টা তাহাতে পতন অনিবার্য্য—"পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥" (ভাঃ ১০।২।৩০)—এই জন্য বলিলেন "মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥" (গীঃ১৮।৫৪), "ভক্ত্যা মামভিজানাতি' (গীঃ১৮।৫৫)। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান গুহ্য এবং পরমাত্মজ্ঞানই অনিরুদ্ধের জ্ঞান গুহ্যতর। এই গুহ্যতর পরমাত্মোপাসনাও নিজের একান্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীঅর্জ্জুনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে জানিয়া শ্রীভগবান্ মহ কৃপাভরে পরম রহস্য উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক শ্রীপ্রদ্যুম্ন, শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীবাসুদেব ও বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের ভজনের উপদেশ, তৎপরে প্রদান করা উপযুক্ত হইলেও সেই ক্রম লঙ্ঘন করিয়া উপদেশ করিলেন—'হে অর্জ্জুন! আমার সর্ব্বগুহ্যতম অর্থাৎ সকল গোপনীয়-মধ্যে গোপনীয়তম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশবাক্য আবার শ্রবণ কর ; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এইজন্য তোমাকে এই পরম মঙ্গলের কথা বলিতেছি (গীঃ ১৮।৬৪)। যদিও গুহ্যতম শব্দের প্রয়োগে গুহ্য ও গুহ্যতর হইতে নিগূঢ় অর্থ বুঝা যায়, তথাপি 'সর্ব্ব'-শব্দ প্রয়োগ করায় গুহ্যতম শ্রীনারায়ণ-ভজন প্রতিপাদক বাক্য হইতে নিজ (শ্রীকৃষ্ণ)-ভজন প্রতিপাদক বাক্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইল। সেই সর্ব্বগুহ্যতম বাক্যটি শ্রীকৃষ্ণ কৃপা-পূর্ব্বক বলিলেন,—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু"। (গীঃ ১৮।৬৫) মন্মনা হও—তোমার মিত্ররূপে তোমারই সম্মুখে অবস্থিত যে আমি, সেই আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) মনোনিবেশ কর ; অর্থাৎ—রাগভক্তি সমন্বিত। মদ্ভক্ত অর্থাৎ মদেকতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হও (বৈধী

ভক্তি সমন্বিত)। মদ্‌যাজী কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চ্চনাদিপর ‘বৈধী-ভক্তিতে’। মাং নমস্কুরু অর্থাৎ শরণাগত হও। সর্ব্বত্রই ‘মং’ শব্দটির আবৃত্তির দ্বারা নানা প্রকারে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন বারংবার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ঈশ্বরতত্ত্ব মাত্রের ভজন অন্যের পক্ষে কর্ত্তব্য হইলেও আমার সখা তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে, ইহা বুঝাইতেছে। এই সাধনের ফল স্বরূপে—আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—ইহা আমি প্রিয়জন তোমাকে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক বলিতেছি—তে (তোমার) সত্যং (শপথ করিয়া) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি) [কারণ]—ত্বং (তুমি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) অসি (হও)।’ সেই উপদেশ পালন করিবার উপায়—‘সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ’। (গীঃ ১৮।৬৬) ‘সর্ব্ব’ শব্দে—নিত্যধর্ম্ম-পর্য্যন্ত পরিত্যাগের বিধি প্রদান।

সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ—বৈদিক ধর্ম্ম দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। নিত্যধর্ম্ম—সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং নৈমিত্তিক ধর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তাদি। ‘পরি’-উপসর্গের দ্বারা ধর্ম্মসমূহের স্বরূপতঃ ত্যাগ সমর্থিত হইয়াছে। ধর্ম্মত্যাগ দুই প্রকারে হয়—স্বরূপতঃ ও ফলতঃ; ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পরিত্যাগকে স্বরূপতঃ ত্যাগ বলে, আর অনুষ্ঠান ত্যাগ না করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হওয়াকে ফলতঃ ত্যাগ বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ তচ্ছরণাপত্তির বাধক বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) শরণাগত হইতে বলিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র লঙ্ঘন নিরসনার্থে বলিলেন—আমার আজ্ঞা-পালনই ‘ধর্ম্ম’ এবং আমার আজ্ঞা লঙ্ঘনই ‘অধর্ম্ম’; আমার সুখানুসন্ধানের জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে কোনরূপ পাপ হইবে না, অন্য উদ্দেশ্যে ত্যাগ

করিলে পাপভাগী হইতে হইবে। কর্ম্মার্পণ সম্পূর্ণ হইলেই শরণাগতি আসিবে। শরণাগতির পরই ভজন আরম্ভ হয় তৎপূর্ব্বে নহে। শরণাগতিটি সাধন (ভক্তির অপরিপক্কাবস্থা), তাহা সাধ্য (প্রেমভক্তি) নহে। সম্পূর্ণ শরণাগতি হইলে আবেশের সহিত সাধ্যভক্তি যে 'শ্রীকৃষ্ণ-ভজন,' তাহার অনুশীলন আরম্ভ হয়।

গীতায় বিভিন্ন মার্গের উপদেশের তাৎপর্য্য

তাৎপর্য্য—কোন একটি বস্তুর সর্ব্বোৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে হইলে কেবলমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তুটিকেই জানাইলে বা দেখাইলে সাধারণের হৃদয়ে দৃঢ়তা আসে না ; যদি অন্যান্য বস্তুকেও তৎপার্শ্বে সজ্জিত করিয়া তুলনা-মূলকভাবে বস্তুটির উৎকর্ষ প্রদর্শন করা যায়, তবেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তুর মহিমা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। এইজন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন অধিকারীর উপযোগী বিভিন্ন প্রকার পথের উপদেশ করিবার পর 'সর্ব্বগুহ্যতম পরমবাক্য, যাহা রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগাধ্যায়ের' (৯ম অধ্যায়ের শেষে) বলিয়াছিলেন, তাহা পুনরায় নিজ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক বলিলেন "আমারই চিন্তাপরায়ণ, সেবাপরায়ণ, পূজাপরায়ণ, প্রণতি-পরায়ণ হও।" (গীঃ ২।১১) অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং'—এই উপক্রম বাক্য এবং "সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য × × মা শুচঃ" এই উপসংহার-বাক্যে একই তাৎপর্য্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্তিদানই গীতার একমাত্র উদ্দেশ্য।

জীব যখন আরোহবাদে আস্থা পরিত্যাগ করিয়া অবরোহবাদ বা ভগবৎ-কৃপাকে অপেক্ষা করেন, তখন কনিষ্ঠাধিকারে অর্থাৎ প্রতিবিম্ব—ছায়াভক্ত্যাভাস বিদূরিত করিয়া ছায়াভক্তির আভাস-যুক্ত পুরুষের হৃদয়ে যে বিষ্ণুপূজার চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহা কৃষ্ণের

বৈধ উপাসনার সর্ব্ব নিম্নস্তর মাত্র। মধ্যমাধিকারে শ্রীকৃষ্ণের বৈধ উপাসক কার্য্যগণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তাঁহাদের পূজা করিতে শিখেন। তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণের বৈধ-উপাসনা আরম্ভ হয়। তখন আদিগুরু ব্রহ্মা-সিদ্ধান্ত শ্রীগুরু-মুখে শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারেন যে, গীতার একাদশ অধ্যায়োক্ত বিরাটরূপের উপাসনাও বৈধ উপাসনা নহে, তাহা নবীন উপাসক-গণের জন্য কল্পিত ; নরাকৃতি পরব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়রূপ তাঁহার উপাসনাই বৈধ উপাসনা।

—ঃ ইতি গীতার তাৎপর্য্য সমাপ্ত ঃ—

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৬	প্রাবৃত	প্রাকৃত
৪	৫	অহস্য	রহস্য
৪	১৪	বরণং	বরণ
৬	২	কৃপদৃষ্টি	কৃপাদৃষ্টি
১০	১৩	প্রার্থিক	প্রার্থিব
১১	১১	হইতেহেন	হইতেছেন
১২	৯	যুষ্টিব	যুধিষ্ঠির
১৭	১৬	আশা	আনা
৩৯	১	উপক্রম	উপসংহার
৪৭	১৯	সুখ	সুখ
৪৯	১৬	বাথক	বাধক
৫৫	১১	নির্ত্তন্তি	নিবর্ত্তন্তি
৫৫	১২	প্রপত্যেম	প্রপদ্যে
৫৬	৪	অষ্টাদয়	অষ্টাদশ
৬৪	২৩	বশীভূঅ	বশীভূত
৬৭	৫	সমস্তগুলিকেই	সমস্তগুলিকেই
৬৭	২৩	স্বক	স্বকঃ
৭১	১১	জামাইয়াছেন	জানাইয়াছেন
৭৫	৩	অঙ্গাভাস	সঙ্গাভাস
৭৫	৪	অঙ্গাভাস	সঙ্গাভাস
৭৬	৭	শ্রীহতি	শ্রীহরি
৮০	১১	মর্ত্ত পুরুষ	মর্ত্ত্য পুরুষ
৮১	১১	আত্মনিক্ষের	আত্মনিক্ষেপ
৮১	২০	কৃত	কৃত্য